RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

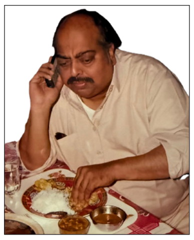

“উত্তরবঙ্গে এলে চিতল মাছের মুইঠা খেতেন টুটু বোস”

অরূপ মজুমদারের বিশেষ সাক্ষাৎকার

পৃষ্ঠা- ০৭

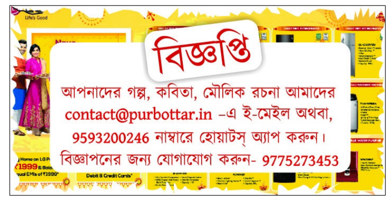

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ১১, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৯ মে - ১১ জুন, ২০২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২

Vol: 30, Issue: 11, Cooch Behar, Friday, 29 May - 11 June, 2026, Pages: 12 Rs. 3

ঈদের নামাজে ভরে উঠল মসজিদ

কোলাকুলিতে সম্প্রীতির বার্তা ছড়ালো কোচবিহারে

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: ত্যাগ ও আনন্দের পবিত্র উৎসব ঈদুজ্জোহায় মেতে উঠল কোচবিহার। বৃহস্পতিবার তথা ২৮ মে সকাল থেকেই ধর্মীয় রীতি ও উৎসবের আমেজে কোচবিহার শহরের জেলখানা ডাইরি ফার্ম মসজিদ এবং নতুন মসজিদে ঈদের বিশেষ নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই মসজিদ প্রাঙ্গণে উপচে পড়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের ভিড়। নতুন পোশাকে সেজে, সুগন্ধি আতর মেখে ছোট থেকে বড়, সকলেই শামিল হন এই পবিত্র প্রার্থনায়।

নামাজ শেষে শুরু হয় ঈদের আসল আনন্দ। ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ ভুলে সকলে একে অপরকে আলিঙ্গন করেন এবং ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। খুদেদের মধ্যেও দেখা যায় এক অন্যরকম উৎসাহ। মসজিদ চত্বরজুড়ে তৈরি হয় এক পরম আনন্দের আবহ, যা মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকায় সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের এক অনন্য বার্তা ছড়িয়ে দেয়।

এদিনের বিশেষ নামাজে বিশ্বশান্তি এবং দেশ ও দশের মঙ্গল কামনায় বিশেষ মোনাজাত বা প্রার্থনা করা হয়। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে ঈদের নামাজ সম্পন্ন হওয়ায় গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সব মিলিয়ে, সকাল থেকেই গোটা কোচবিহার জুড়ে ছিল উৎসবের চেনা মেজাজ ও অনাবিল আনন্দের পরিবেশ।

বর্ষার আগেই তৎপর প্রশাসন

উত্তরকন্যায় বৈঠকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহেই উত্তরবঙ্গে পা রাখতে চলেছে বর্ষা। তার আগেই পাহাড় ও সমতলে বন্যা এবং ধস পরিস্থিতি মোকাবিলায় কোমর বেঁধে নামল প্রশাসন। উত্তরবঙ্গের নদীভাঙন ও প্লাবনের স্থায়ী সমাধানে এবার ‘ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন’ নতুন করে গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলতে চলেছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্য বিহার ও ঝাড়খণ্ডের সঙ্গেও যৌথ বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা করা হবে। ২৬ মে, মঙ্গলবার শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় উত্তরবঙ্গের বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক শেষে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা জানান উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আয়োজিত এই মেগা বৈঠকে উত্তরবঙ্গের আট জেলার জেলাশাসক, সেচ ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ, এসএসবি এবং এনডিআরএফ-এর কর্তারা। রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে বৈঠকে যোগ দেন দক্ষিণ মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং তৃণমূলের একঝাঁক বিধায়ক।

রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর এখনও পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা বা সেচমন্ত্রী না থাকায়, সামগ্রিক পরিস্থিতির তদারকি করছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী। এদিনের সর্বদলীয় প্রশাসনিক বৈঠক প্রসঙ্গে নিশীথ প্রামাণিক বলেন, “রাজনীতি রাজনীতির জায়গায় থাকবে। মানুষের উন্নয়ন এবং সুরক্ষার কাজ সবাইকে মিলেই করতে হবে। সেখানে কে শাসক আর কে বিরোধী, তা বড় কথা নয়।” সেচ দপ্তর ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, জরুরি ভিত্তিতে আরও কী কী কাজ করা প্রয়োজন, সেই বিষয়ে সাংসদ, বিধায়ক ও জেলাশাসকদের কাছ থেকে দ্রুত প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে।

প্রাক-বন্যা পরিস্থিতি সামলাতে কোচবিহার থেকে মালদা—প্রতিটি জেলাতেই ২৪ ঘণ্টার জন্য কন্ট্রোল রুম চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি ও উদ্ধারকাজের জন্য জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। এছাড়া ভুটান থেকে নেমে আসা নদীগুলির প্লাবন এবং মালদার ভূতনির ঘাটের নদীভাঙন সমস্যা নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মালদার সুজাপুরের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন নদীভাঙনের স্থায়ী সমাধানের ওপর বিশেষ জোর দেন।

গত কয়েক বছরের প্রাকৃতিক বিপর্যয় উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও সমতলে গভীর ক্ষত তৈরি করেছে। ২০২৩ সালের তিস্তার হড়পা বানের জেরে কালিম্পঙে যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, তার পলি এখনও নদীতে জমে রয়েছে, যা আসন্ন বর্ষায় নদী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। অন্যদিকে, গত বছর অক্টোবরের বন্যায় মিরিক ও সুখিয়াপোখরিতে ধস এবং বালাসন নদীর প্লাবনে দুধিয়ার লোহার সেতু ভেঙে মিরিকের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এই সমস্ত স্পর্শকাতর বিষয় এবং পাহাড়ের ধস মোকাবিলায় আগামীদিনে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করা হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।

‘মডেলিং ক্লে’ দিয়ে ২ সেন্টিমিটারের রবিঠাকুর বানিয়ে ভাইরাল গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: বাঙালির আবেগ ও সংস্কৃতির ধারক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীতে এক অভিনব নজির গড়লেন কোচবিহারের গৃহবধূ সোমা মুখোপাধ্যায়। সাধারণ কোনো মাটির মূর্তি নয়, ‘মডেলিং ক্লে’ ব্যবহার করে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন বিশ্বকবির মাত্র ২ সেন্টিমিটারের এক অতি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। বর্ষীয়ান কবির দাড়ি-গোঁফ থেকে শুরু করে তাঁর অবয়বের সূক্ষ্ম কাজ এত ছোট পরিসরে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা নিঃসন্দেহে এক বিরল প্রতিভা। সোমাদেবীর এই অসাধারণ সৃজনশীলতা ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে জেলাজুড়ে ব্যাপক প্রশংসা কুড়াচ্ছে।

কোচবিহার শহরের নতুন বাজার এলাকার বাসিন্দা সোমা মুখোপাধ্যায় একজন গৃহবধূ। সারাদিন সংসারের খুঁটিনাটি কাজ সামলে যেটুকু অবসর পান, তার পুরোটাই সঁপে দেন এই সূক্ষ্ম শিল্পকলার পেছনে। রবীন্দ্রজয়ন্তীকে সামনে রেখে তৈরি করা এই ২ সেন্টিমিটারের মূর্তিটি সম্পূর্ণ করতে তাঁর টানা ১৫ দিন সময় লেগেছে। ছোটবেলা থেকেই ছোট বা ক্ষুদ্রাকৃতির মূর্তি তৈরির প্রতি গভীর ঝোঁক ছিল সোমার। সোমাদেবী জানান, ছোটবেলায় বাবা তাঁকে বলেছিলেন, নিজের হাতে কিছু তৈরি করে কাউকে উপহার দিলে তার আনন্দ অনেক বেশি হয়। বাবার সেই কথা আজও মনে রেখেছেন তিনি।

গৃহকোণে বসে শিল্পচর্চা করলেও সোমা মুখোপাধ্যায়ের খ্যাতি আজ আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে গিয়েছে। এর আগেও তিনি তাঁর এই অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। ইঞ্জেকশনের ছোট্ট অ্যাম্পুলের ভেতরে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি তৈরি করে তিনি ‘ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে’ নিজের নাম তুলেছিলেন। দেশলাই কাঠির ওপর দুর্গা প্রতিমা বানিয়ে ‘ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ল্ড রেকর্ড এক্সিলেন্স’ খেতাবও অর্জন করেছেন কোচবিহারের এই বধূ।

তাঁর আগামী লক্ষ্য হলো ‘ডিস্কো ডান্সার’ খ্যাত বাপ্পি লাহিড়ি এবং ‘মিসাইল ম্যান’ এপিজে আব্দুল কালামের এমনই কিছু চমৎকার মূর্তি বানানো।

পাকুড় গাছ ভেঙে আতঙ্ক, বন্ধ বিদ্যুৎ পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহার শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের জামাই বাজার সংলগ্ন এলাকায় একটি বহু পুরনো পাকুড় গাছের বিশাল ডাল ভেঙে পড়ায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ২৭ মে গভীর রাতে হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। তাঁরা দেখেন, গাছটির একটি বড় অংশ ভেঙে পাশের একটি দোকানের উপর পড়ে রয়েছে।

এই ঘটনার জেরে মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া মাত্রই রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সিভিল ডিফেন্স এবং বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা। গাছ ভেঙে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যাওয়ার কারণে ওই রাত থেকেই এলাকাটি সম্পূর্ণ বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে।

তারপর সকাল হতেই কোচবিহার পৌরসভার কর্মী এবং সিভিল ডিফেন্সের আধিকারিকরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় গাছ সরানোর কাজ শুরু করেন। বিদ্যুৎ দফতরও ছিঁড়ে যাওয়া তার মেরামত করে দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালাচ্ছে। বড়সড় কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

কোচবিহারে মহাগুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: নির্বাচনের আগের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে বৃহস্পতিবার, ২৮ মে কোচবিহারে এলেন অভিনেতা ও বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। এদিন তিনি জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন। এরপর এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও ক্যানসার সেন্টারের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন। তিনি জানান, আশির দশকে কোচবিহার ক্যানসার সেন্টারের জন্য চাঁদা তুলেছিলেন। এবার ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উন্নতির জন্য কিছু সরঞ্জাম দেবেন এবং বাকি পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাবেন।

তাঁর এই অরাজনৈতিক সফর ঘিরে জেলাজুড়ে বিভিন্ন মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে।

একগুচ্ছ বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে এক বড়সড় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একগুচ্ছ জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং কড়া আইনি সংস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, রাজ্যে এখন আর কোনও 'শাসকের শাসন' নয়, বরং 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই নতুন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে তিনি ঘোষণা করেন যে, স্কুল, কলেজ এবং মন্দিরের ১ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কোনো মদের দোকান রাখার অনুমতি দেওয়া হবে না।

একই সঙ্গে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, "জলদি জলদি ভাগো, না হলে..." এবং স্পষ্ট করেন যে অবৈধ বাংলাদেশিদের চিহ্নিত করে দ্রুত বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া বা ডিপোর্টেশন শুরু করা হবে। রাজ্যের সমস্ত প্রশাসনিক স্তরে সরকারের মূল ভাবধারা, নির্বাচনী ইশতেহার এবং উন্নয়নমূলক রূপরেখা পৌঁছে দিতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলায় সমন্বয় বৈঠক শুরু হয়েছে। দুর্গাপুর ও নদিয়া-হুগলি অঞ্চলের পর মালদা ও কোলাঘাটেও খুব শীঘ্রই নির্বাচিত বিধায়ক এবং প্রশাসনের মধ্যে স্বল্পমেয়াদি সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে এমন আরও বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল, যারা 'দেশ আগে' নীতিতে বিশ্বাসী, তারা জনগণের আশীর্বাদে ক্ষমতায় এসেছে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, নতুন বিধায়ক, মন্ত্রী ও প্রশাসনের মেলবন্ধনে রাজ্যকে একটি স্বচ্ছ ও শক্তিশালী রূপ দেওয়াই তাঁদের মূল লক্ষ্য।

প্রশাসনিক এই সংস্কারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জন্য একঝাঁক সামাজিক প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ২৭ মে থেকে রাজ্যে শুরু হতে চলেছে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র ফর্ম বিলি, যা পূর্বতন 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের জায়গা নেবে এবং এর মাধ্যমে যোগ্য মহিলারা প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবেন। পাশাপাশি, রাজ্যের ৪০০টি নির্দিষ্ট ক্যান্টিনে মাত্র ৫ টাকায় মিলবে পুষ্টিকর মাছ-ভাতের থালি। নারীদের সুরক্ষায় এবং যাতায়াতের সুবিধার্থে সরকারি বাসে বিনামূল্যে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়া, রাজ্য জুড়ে জাতীয় শিক্ষানীতির ছোঁয়া দিতে বিদ্যালয়গুলিতে 'বন্দে মাতরম' আবশ্যিক করা হয়েছে এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা আরও ৫ বছর বাড়ানো হয়েছে। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বেড়া দেওয়ার জন্য দ্রুত জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করার পাশাপাশি, রাজ্যের সবকটি অর্থাৎ ২৩টি জেলাতেই অবৈধ বাংলাদেশিদের জন্য বিশেষ 'হোল্ডিং সেন্টার' বা আটক শিবির তৈরি করা হয়েছে। একই সঙ্গে, কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ 'চিকেনস নেক' (শিলিগুড়ি করিডোর) সংলগ্ন মহাসড়কগুলি কেন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে, সামাজিক সমতা বজায় রাখতে ধর্মভিত্তিক সমস্ত কল্যাণমূলক প্রকল্প বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং ৬৬টি সম্প্রদায়ের জন্য ওবিসি কোটা সংশোধনের পাশাপাশি ২০১১ সাল থেকে ইস্যু করা সমস্ত জাতিগত শংসাপত্র পুনর্নবীকরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিগত তৃণমূল সময়কার যাবতীয় দুর্নীতি ও অত্যাচারের নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করে রাজ্য প্রশাসনকে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত করার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

শান্তিনিকেতনে গড়া হবে এইমসের আদলে 'বিশ্বভারতী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল'

নিজস্ব প্রতিবেদন

শান্তিনিকেতন: ইউনেস্কোর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা পাওয়ার পর এবার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুকুটে যুক্ত হতে চলেছে এক নতুন পালক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনেই এবার শুরু হতে চলেছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও সর্বাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা। দিল্লির এইমস-এর আদলে এখানে একটি বিশ্বমানের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল গড়ে তোলার বড়সড় উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ।

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের সবুজ সংকেত চেয়ে আবেদন পাঠানো হয়েছে। সম্প্রতি নদিয়ার এক প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর গলাতেও এই কেন্দ্রীয় অনুমোদনের ইতিবাচক ইঙ্গিত মিলেছে।

বোলপুর-শান্তিনিকেতন এলাকার বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ দূর করতেই এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। উল্লেখ্য, সঠিক চিকিৎসার অভাবে খোদ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় যেতে হয়েছিল। পরবর্তীতে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বা সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহর মতো প্রখ্যাত মানুষদেরও চিকিৎসার জন্য শেষ জীবনে শান্তিনিকেতন ছাড়তে হয়।

বিশ্বভারতী সূত্রে খবর, বর্তমানে থাকা পিয়ার্সন মেমোরিয়াল এবং দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ মেমোরিয়াল হাসপাতাল দুটিকে এই প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে যুক্ত করা হতে পারে। প্রাথমিকভাবে শান্তিনিকেতনের মোলডাঙ্গায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বিস্তীর্ণ জমিতে অন্তত ২০০ শয্যার এই হাসপাতালটি গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত বিশ্বভারতীর জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ জানান, উপাচার্য মহাশয় এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ তৈরির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় দপ্তরে আবেদন পাঠানো হয়েছে। এখন কেবল কেন্দ্রের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষা। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বীরভূম তথা আশেপাশের জেলার সাধারণ মানুষ নামমাত্র খরচে উন্নত চিকিৎসা পাবেন এবং ছাত্র-ছাত্রীরাও গবেষণার এক মস্ত বড় সুযোগ পাবে।

কোচবিহারের রাজপথেও আরশোলা বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: সোশ্যাল মিডিয়ার মিম থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে উত্তরবঙ্গে পা রাখল 'ককরোচ জনতা পার্টি'। দেশের প্রধান বিচারপতির বেকারত্ব বিষয়ক এক মন্তব্যকে কটাক্ষ করে জন্ম নেওয়া এই ভার্চুয়াল ট্রেন্ড এবার কোচবিহারে পুরোদস্তুর জেলা কমিটি গঠন করেছে। শীতলকুচির টিটুল মিঞার নেতৃত্বে শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবিতে কোমর বাঁধছে তারা।

জলপাইগুড়িতেও 'মেলোডি' স্লোগানে জ্বালানির দাম বৃদ্ধির অভিনব প্রতিবাদ করেছে আরশোলা বাহিনী। তাদের সকলেরই দাবি সুশিক্ষার বিস্তার, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উন্নতি ও বিপুল স্থায়ী কর্মসংস্থান তৈরি। তবে এভাবে আন্দোলন করাকে বাস্তবে ভিত্তিহীন বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি।

অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম পূরণ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটল না বঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম রাজ্যের সকল মহিলাকেই পূরণ করতে হবে বলে স্পষ্ট জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, পূর্বতন 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ ভুয়ো উপভোক্তা বা 'বেনোজল' মিশে রয়েছে। সেই অস্বচ্ছতা দূর করে একটি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ তালিকা তৈরি করাই নতুন সরকারের মূল লক্ষ্য।

মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন, ফর্ম পূরণের জন্য তাড়াহুড়ো করার কোনো প্রয়োজন নেই, এই প্রক্রিয়া আগামী তিন মাস ধরে চলবে। যতদিন না কোনো উপভোক্তা অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পাচ্ছেন, ততদিন তাঁর 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর টাকা চালু থাকবে। তবে আগামী ২ জুনের মধ্যে যাঁরা নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন, তাঁরা জুন মাস

থেকেই প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে পেতে শুরু করবেন।

শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কেবল প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক এবং আর্থিকভাবে দুর্বল মহিলারাই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। তবে যাঁরা আয়কর দেন, সরকারি চাকরি করেন কিংবা নিয়মিত মোটা মাইনে বা পেনশন পান, তাঁরা এই প্রকল্পের আওতার বাইরে থাকবেন।

অনলাইন ও অফলাইন—উভয় মাধ্যমেই ফর্ম পূরণ করা যাবে। যাঁরা নিজে থেকে ফর্ম পূরণ করতে পারবেন না, সরকারি আধিকারিক এবং নবনির্বাচিত বিধায়কেরা তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাহায্য করবেন। এছাড়া আগামী ১৫, ১৬ ও ১৭ তারিখ বিশেষ 'জনকল্যাণ শিবির' করে ফর্ম পূরণে সহযোগিতা করা হবে। প্রতি সপ্তাহে কতজন এই প্রকল্পে যুক্ত হলেন, তা সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে দেবেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, এই ফর্মের মাধ্যমে নাগরিকদের পরিবার সংক্রান্ত কিছু বিশদ তথ্যও সংগ্রহ করছে সরকার, যা ভবিষ্যতে অন্যান্য সরকারি প্রকল্পে কাজে লাগবে। মুখ্যসচিব ও অর্থসচিবের নেতৃত্বে এবং আধার ও ভোটার তালিকা তৈরির অভিজ্ঞ কর্মীদের সহায়তায় রাজ্য মহিলা ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে গোটা প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রিত হবে।

ভারতীয় জনতা তপশিলি মোর্চার ডেপুটেশন প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন দাবিতে স্মারকলিপি বা ডেপুটেশন দিল ভারতীয় জনতা তপশিলি মোর্চা। বৃহস্পতিবার তথা ২৮ মে মোর্চার এক প্রতিনিধি দল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়ে এই ডেপুটেশন জমা দেয়।

তপশিলি মোর্চার অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে নিযুক্ত এক অধ্যাপক যোগদানের সময় তাঁর তপশিলি জাতিগত শংসাপত্র জমা দেননি। পরবর্তীতে, যোগদানের প্রায় সাত মাস পর একটি শংসাপত্র জমা দেওয়া হয়, যা নিয়ে বর্তমানে তীব্র প্রশ্ন ও বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

মোর্চা নেতাদের আরও দাবি, ওই অধ্যাপক পূর্বে অন্য একটি পরীক্ষায় বাতিল ঘোষিত হয়েছিলেন। এরপরেও তিনি ঠিক কীভাবে এবং কোন নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলেন, তা নিয়ে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। এই শংসাপত্র বিতর্কসহ নিয়োগ প্রক্রিয়ার একাধিক বিষয় নিয়ে এদিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেয় বিজেপি তপশিলি মোর্চা।

এদিন উপস্থিত মোর্চার নেতৃত্ব এই পুরো বিষয়টির একটি নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত এবং অবিলম্বে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানান। অন্যথায় আগামী দিনে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

কোরবানি থেকে বাঁচল বাংলাদেশের ভাইরাল মহিষ, স্বস্তিতে নেটপাড়া

বিশেষ প্রতিবেদন

মাথায় অবিকল মার্কিন প্রেসিডেন্টের মতো ঢেউ খেলানো সোনালি চুল! নীলচে চোখের চাউনিতেও যেন হুবহু ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছায়া! আর এই অদ্ভুত রাজকীয় চেহারার কারণেই চার বছরের এই অ্যালবিনো প্রজাতির মহিষের নামই রাখা হয়েছিল 'ডোনাল্ড ট্রাম্প'।

বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের 'রাবেয়া অ্যাগ্রো ফার্ম'-এর এই মহিষটিকে নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে সমাজমাধ্যমে তুমুল তোলপাড় চলছিল। তার ছবি ও ভিডিও ভাইরাল হতেই রাতারাতি সে আন্তর্জাতিক তারকা হয়ে যায়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, খোদ আমেরিকার সংবাদমাধ্যম এবং নেটপাড়াতেও এই বাংলাদেশি 'ডোনাল্ড ট্রাম্প'কে নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়।

বৃহস্পতিবার তথা ২৮ মে মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে এই বিশেষ মহিষটিকে কোরবানি দেওয়ার সমস্ত প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গল্পের টুইস্ট আসে একেবারে শেষ মুহূর্তে।

ফার্ম কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রাম্পকে এক নজর দেখতে এবং তার সঙ্গে সেলফি তুলতে দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষের ভিড় উপচে পড়ে খামারে। সাধারণ মানুষের এই তুমুল উন্মাদনা এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ভিড়ের জেরে এক চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শেষমেশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ঈদের দিন একেবারে শেষ মুহূর্তে এই বিশেষ মহিষের কোরবানি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আপাতত কোরবানি থেকে বেঁচে গিয়ে বহাল তবিয়তেই রয়েছে নারায়ণগঞ্জের এই চারপেয়ে 'প্রেসিডেন্ট'। আর এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনদের একাংশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন।

মুমূর্ষু রোগীর পাশে 'টাউন বাবু' কাজল

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: কোচবিহারে মানবিকতার এক অনন্য নজির গড়লেন কোতোয়ালি থানার টাউন বাবু কাজল দাস। সারাদিনের ব্যস্ত দায়িত্বপালন শেষে গভীর রাতে এক মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচাতে স্বেচ্ছায় রক্তদান করে তিনি আবারও প্রমাণ করলেন—পুলিশ শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নয়, মানুষের বিপদের সময় সবচেয়ে বড় ভরসাও।

জানা গিয়েছে, সম্প্রতি কোচবিহারের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন এক মহিলার হঠাৎ জরুরি ভিত্তিতে 'বি পজেটিভ' রক্তের প্রয়োজন হয়। রাত গভীর হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় চেষ্টা করেও রক্তের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হন। ক্রমশ রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকলে শেষপর্যন্ত সাহায্যের জন্য পুলিশের দ্বারস্থ হন তাঁরা।

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানবিকতার পরিচয় দিয়ে দ্রুত নার্সিংহোমে পৌঁছে যান কোচবিহার কোতোয়ালি থানার টাউন বাবু কাজল দাস। কোনো দ্বিধা না করে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন তিনি। তাঁর এই তৎপরতায় সময়মতো রক্ত পেয়ে চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হয় এবং কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসে রোগীর পরিবারে।

এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে প্রশংসার ঝড় উঠেছে। সাধারণ মানুষের বক্তব্য, পুলিশের এই মানবিক মুখ সমাজের কাছে এক ইতিবাচক বার্তা বহন করে। কাজল দাসের এই উদ্যোগ আবারও প্রমাণ করল, মানুষের প্রয়োজনে পুলিশ সবসময়ই পাশে থাকে দিন হোক বা গভীর রাত।

গায়ত্রী দেবী স্মরণে বিলি চারাগাছ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে পালিত হলো কোচবিহারের রাজকন্যা তথা জয়পুরের রাজমাতা গায়ত্রী দেবীর ১০৭তম জন্মজয়ন্তী। শুক্রবার, ২৩ মে এই উপলক্ষে কোচবিহার রাজবাড়ির সিংহদুয়ারের সামনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন 'আস্থা ফাউন্ডেশন'-এর সদস্যরা।

এদিন রাজমাতা গায়ত্রী দেবীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং ধূপকাঠি ও মোমবাতি প্রজ্বলনের মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত সদস্য ও সাধারণ মানুষ। ছোট থেকে বড় বহু পথচলতি মানুষও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং গায়ত্রী দেবীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

জন্মদিন উপলক্ষে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিতে এলাকার বাসিন্দা ও পথচলতি নাগরিকদের হাতে সবুজ চারাগাছ তুলে দেন আস্থা ফাউন্ডেশনের সদস্যরা। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বিগত কয়েক বছর ধরেই তাঁরা রাজমাতা গায়ত্রী দেবীর জন্মজয়ন্তী নিয়মিতভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে আসছেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও শিক্ষক বিপ্লব তালুকদার, 'বাইক অক্সিজেন ম্যান' খ্যাত শংকর রায়সহ আস্থা ফাউন্ডেশনের সকল সদস্যবৃন্দ।

দিনহাটায় আবাস যোজনার কাটমানি ফেরত চেয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল নাজিরহাট ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ২৫ মে, সোমবার সাহেবগঞ্জ থানায় এই মর্মে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এলাকার একাধিক বাসিন্দা। অভিযোগে স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যসহ মোট পাঁচজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, ৭/২২ নম্বর বুথের বাসিন্দা তথা বিজেপি নেতা অমৃতকান্ত বর্মনের নেতৃত্বে এদিন বহু গ্রামবাসী সাহেবগঞ্জ থানায় হাজির হন। তাঁদের দাবি, আবাস যোজনার সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হয়েছে। এজাহারে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য আবু বক্কর সিদ্দিকের পাশাপাশি আশরাফুল আলম, আয়ুব পাটোয়ারী, আজিজুল মিয়া এবং নূরনবী মিয়ার নাম রয়েছে। প্রত্যেকের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত কাটমানি নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

ভুক্তভোগীদের দাবি, বিষয়টি সামনে আসতেই অভিযুক্তদের কয়েকজন এলাকা ছেড়ে গা-ঢাকা দিয়েছেন। প্রশাসন যাতে দ্রুত তাঁদের গ্রেপ্তার করে টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করে, সেই দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। পাশাপাশি বিষয়টি স্থানীয় বিধায়ক অজয় রায়কেও জানানো হয়েছে। তবে এই ঘটনায় এখনও তৃণমূলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

হাসপাতাল পরিদর্শনে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন বিধায়ক অজয় রায়। গত ২৫মে সোমবার তিনি হাসপাতাল চত্বরে পরিদর্শনের পাশাপাশি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটার মহকুমা শাসক ভরত সিং, হাসপাতালের সুপার রণজিৎ মণ্ডল, চিকিৎসক উজ্জ্বল আচার্য, চিকিৎসক কল্লোল ব্যানার্জি সহ হাসপাতালের অন্যান্য আধিকারিক ও চিকিৎসকরা।

সূত্রের খবর, বৈঠকে হাসপাতালের বেড সংখ্যা বৃদ্ধি, জল নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সিটি স্ক্যান পরিষেবা চালু করার মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি হাসপাতালের সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়েও মতবিনিময় করা হয়।

বৈঠক শেষে বিধায়ক অজয় রায় হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন এবং পরিষেবার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। তিনি জানান, সাধারণ মানুষ যাতে সঠিকভাবে চিকিৎসা পরিষেবা পান এবং চিকিৎসা পেতে কোনও সমস্যার মুখে না পড়েন, সে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজ নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি।

গ্রেপ্তার বড় শাকদল পঞ্চায়েতের উপপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: দিনহাটা বিধানসভার বড় শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভবরঞ্জন বর্মনকে গ্রেপ্তার করল সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। ২৩ মে, শুক্রবার অস্ত্র আইন ও ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর একাধিক ধারায় শুক্রবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে পাকড়াও করা হয়। শনিবার সকালে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ এই বিশেষ অভিযান চালায়। গ্রেপ্তারের সময় ধৃত উপপ্রধানের কাছ থেকে সরাসরি কোনও অস্ত্র উদ্ধার না হলেও, তা উদ্ধারের জন্য জোর তল্লাশি ও তদন্ত চালানো হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ভবরঞ্জনবাবু একাধিক গুরুতর অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন। শনিবারই ধৃতকে দিনহাটা মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বানাতে হবে স্মার্ট কার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: রাজ্যের সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা পেতে পরবর্তীতে স্থায়ী 'স্মার্ট কার্ড' তৈরি করতে হবে। তবে এই কার্ড তৈরি হওয়ার আগে বাসে যাতায়াতের জন্য দেখাতে হবে সচিত্র পরিচয়পত্র। ১ জুন থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে। বিধানসভা নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি মেনে শুভেন্দু অধিকারীর নতুন সরকার এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে চলেছে, যার নির্দেশিকা ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে এসে পৌঁছেছে। এই সুবিধা পেতে ছাত্রীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আইডি এবং সাধারণ মহিলাদের ক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত ৯টি আসল সচিত্র পরিচয়পত্রের যেকোনও একটি সাথে রাখা বাধ্যতামূলক। বাস ভাড়ার খরচ থেকে মুক্তি পেয়ে সাধারণ মহিলারা অত্যন্ত খুশি হলেও, পরিবহণ নিগমের অন্দরে তৈরি হয়েছে কিছুটা উদ্বেগ।

মহিলাদের কাছ থেকে ভাড়া না নেওয়া হলেও তাঁদের একটি 'জিরো ভ্যালু' টিকিট দেওয়া হবে, যার হিসাব রেখে সরকার নিগমকে ভরতুকি দেবে। তবে বর্তমানে মাত্র ৫ জন টিকিট পরীক্ষক থাকায়, কন্ডাক্টররা এই জিরো ভ্যালু টিকিট পুরুষ যাত্রীদের দিয়ে কোনও কারচুপি বা 'সমঝোতা' করবেন কিনা, তা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে। পাশাপাশি, সরকারি বাসে এই ছাড়ের ফলে বেসরকারি বাসে যাত্রী সংখ্যা কমার আশঙ্কা করছেন বেসরকারি বাস মালিকেরা। সমস্ত চ্যালেঞ্জ সামলে ১ জুন থেকে এই পরিষেবা চালু করতে নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই প্রতিটি ডিভিশনের সঙ্গে বৈঠক করে প্রস্তুতি চূড়ান্ত করেছেন।

বিজেপির বিজয় মিছিল ঘিরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: বিজেপির বিজয় মিছিলকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের গীতালদহ এলাকায়। ঘটনায় উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন মিঠুন ঘোষ, রঞ্জিত দে, বাবু বর্মন এবং মৃদুল ঘোষ। তাঁরা ইতিমধ্যেই দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ২৬ মে বিজয় মিছিল শেষ করে ফেরার সময় একদল তৃণমূল কর্মী বিজেপি কর্মীদের পথ আটকায়। প্রথমে বচসা শুরু হয়, যা দ্রুতই সংঘর্ষের রূপ নেয়। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং পরে এলাকায় অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

বামনহাটে কালী মন্দিরে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন

বামনহাট: বামনহাট বাজারের কালী মন্দিরে প্রণামী বাক্স ভেঙে টাকা ও সোনার গয়না চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকাজুড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৬মে মঙ্গলবার সকালে মন্দিরে পুজো দিতে এসে পুরোহিত প্রথমে ভাঙা প্রণামী বাক্স দেখতে পান। এরপরই নজরে আসে বাক্সে থাকা নগদ টাকা ও ভক্তদের দেওয়া সোনার গয়না উধাও। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই দ্রুত খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং মন্দির চত্বরে ভিড় জমান স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা।

প্রাথমিকভাবে স্থানীয়দের সন্দেহ যায় পাথরসন এলাকার এক ব্যক্তির দিকে। এলাকাবাসীর দাবি, এর আগেও আশপাশের একাধিক মন্দিরে চুরির ঘটনায় ওই ব্যক্তির নাম উঠে এসেছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে

পৌঁছায় পুলিশ। সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করে শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জেরার মুখে অভিযুক্ত চুরির কথা স্বীকার করেছে। তার কাছ থেকে কিছু নগদ টাকা উদ্ধারও করা হয়েছে।

তবে মন্দির থেকে চুরি যাওয়া সোনার গয়নার এখনও হদিশ মেলেনি। জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত জানিয়েছে, গয়নাগুলি তার দিদির কাছে রয়েছে। সেই সূত্র ধরেই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং গয়না উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে।

এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় চুরির ঘটনা রুখতে আরও কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হোক।

ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত দেওয়ানহাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: দিল্লি থেকে কোচবিহারে ব্রাউন সুগার পাচার করতে এসে দেওয়ানহাট রেলস্টেশনের সামনে থেকে পুলিশের জালে ধরা পড়েছে ১৭ বছরের এক কিশোর। নিউ দিল্লির পুল প্রহ্লাদপুরের বাসিন্দা ওই নাবালকের কাছ থেকে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা বাজারমূল্যের ২০৪.০৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃত কিশোরটি আসলে একজন 'কেরিয়ার' হিসেবে কাজ করছিল এবং এই মাদক অন্য এক পাচারকারীর হাতে তুলে দেওয়ার কথা ছিল তার। উদ্ধার হওয়া এই বিপুল পরিমাণ মাদক ঠিক কার কাছে পৌঁছানোর কথা ছিল, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পূর্বোত্তর
১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ১১, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৯ মে - ১১ জুন, ২০২৬

সম্পাদকের কলমে...

ভোটের অঙ্ক ও আসল জনমত

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন নিয়ে 'অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস' (এডিআর)-এর নতুন রিপোর্টটি আমাদের ভোট ব্যবস্থার একটা বড় সত্যি সামনে নিয়ে এসেছে। রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, জয়ী প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ নেতাই তাঁদের এলাকায় মোট ভোটের অর্ধেক তথা ৫০ শতাংশও পাননি। অর্থাৎ, অর্ধেকের কম ভোট পেয়েও তাঁরা জিতে গিয়েছেন।

এমনি দেখলে মনে হবে সব ঠিকঠাক। ভোট দেওয়ার হার বেড়েছে এবং গড়ে জয়ী প্রার্থীরা আগের চেয়ে বেশি ভোটারের সমর্থন পেয়েছেন। কিন্তু একটু গভীরভাবে ভাবলে বিষয়টি বেশ চিন্তার। প্রতি ৫ জন বিধায়কের মধ্যে ২ জনই যদি সাধারণ মানুষের স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন ছাড়া জেতেন, তবে সেটা আমাদের নির্বাচনি ব্যবস্থার একটা মস্ত বড় খামতি। আমাদের দেশে নিয়ম হলো যিনি অন্য প্রার্থীদের চেয়ে একটা ভোট বেশি পাবেন, তিনিই জিতবেন। এর ফলে যখন একই আসনে অনেকে মিলে দাঁড়ায়, তখন সাধারণ মানুষের ভোট ভাগ হয়ে যায়। আর এই সুযোগে একজন প্রার্থী খুব কম ভোট পেয়েও জিতে যান, যদিও ওই এলাকার বেশিরভাগ মানুষই হয়তো তাঁকে চাননি।

এই নিয়মের কারণে জনগণের আসল ইচ্ছার প্রতিফলন ঠিকঠাক হয় না। যখন কোনো নেতা অল্প কিছু মানুষের ভোট পেয়ে এলাকা শাসন করেন, তখন গণতন্ত্রের আসল উদ্দেশ্যই বিফল বলে মনে করা হয়। আরও ভয়ের কথা, এই সুযোগ নিয়ে অনেক অপরাধী ব্যাকগ্রাউন্ডের নেতাও পার পেয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, অনেক দাগী বা ফৌজদারি মামলা থাকা প্রার্থীরাও ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছেন এবং ভালো ও পরিষ্কার ভাবমূর্তির প্রার্থীরা হেরে গিয়েছেন।

একটি আসল গণতন্ত্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন এক শাসন ব্যবস্থা, যা সত্যিই সব মানুষের কথা বলবে। ভোট দেওয়ার নিয়ম রাতারাতি বদলে ফেলা হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর এই বিষয়টা নিয়ে ভাবা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রাজনীতি খুব ভালো বোঝেন। তাই এখানকার নেতাদের শুধু জেতার অঙ্কে মেতে থাকলে চলবে না; বরং যাঁরা তাঁদের ভোট দেননি, তাঁদের মন জয় করা এবং সবার জন্য কাজ করাই এখন তাঁদের আসল পরীক্ষা।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক: সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকরী সম্পাদক: দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক: কঙ্কনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, রাহুল রাউত
ডিজাইনিং ও গ্রাফিক্স: ভজন সূত্রধর, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন অধিকারিক: রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক: মিঠুন রায়

মানসিক অবসাদ, নীরব এক সংকট

দেবাশীষ চক্রবর্তী

বর্তমান সময়ে দ্রুতগতির জীবন, কাজের চাপ, পারিবারিক অশান্তি, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলছে। এরই ফলে ক্রমশ বাড়ছে মানসিক অবসাদ বা ডিপ্রেশনের সমস্যা। একসময় এই বিষয়টি নিয়ে মানুষ খোলাখুলি আলোচনা করতে সংকোচ বোধ করলেও এখন চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মানসিক অবসাদ কোনও দুর্বলতা নয়, এটি একটি গুরুতর মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মানসিক অবসাদ এমন একটি অবস্থা যেখানে একজন ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে দুঃখ, হতাশা, আগ্রহহীনতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভোগেন। অনেক সময় মানুষ নিজের সমস্যার কথা কাউকে বলতে পারেন না। ফলে ধীরে ধীরে তিনি একাকীত্বের মধ্যে ডুবে যান।

চিকিৎসকদের মতে, মানসিক অবসাদের বেশ কিছু সাধারণ লক্ষণ রয়েছে। অবসাদগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রায়শই সবসময় মন খারাপ থাকার একটি প্রবণতা দেখা যায় এবং তিনি কোনও কাজেই আর আগের মতো আগ্রহ বা আনন্দ খুঁজে পান না। এর পাশাপাশি অতিরিক্ত চিন্তা ও গভীর উদ্বেগ তাদের গ্রাস করে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ে ঘুমের সমস্যা এবং খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তনের (খাবারে অতিরিক্ত অরুচি বা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাওয়া) মধ্য দিয়ে।

মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে ধীরে ধীরে ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস কমে যেতে থাকে এবং তার মধ্যে সবসময় একা থাকার বা নিজেকে গুটিয়ে রাখার ইচ্ছা তৈরি হয়। একই সাথে মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া, অতিরিক্ত রাগ কিংবা তীব্র হতাশা তাদের দৈনন্দিন আচরণে প্রকাশ পায়। চরম পর্যায়ে আক্রান্ত ব্যক্তি জীবনের প্রতি সমস্ত আগ্রহই হারিয়ে ফেলেন, যা তাকে এক গভীর মানসিক সংকটের দিকে ঠেলে দেয়।

অনেক ক্ষেত্রে এই সমস্যাকে সাধারণ দুঃখ বা ক্লান্তি ভেবে উপেক্ষা করা হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন এই অবস্থা চলতে থাকলে তা শারীরিক ও মানসিকভাবে বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।

কেন বাড়ছে এই সমস্যা? মনোবিদদের মতে, বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অতিরিক্ত ব্যবহার, প্রতিযোগিতামূলক জীবন, সম্পর্কের টানাপোড়েন ও কর্মক্ষেত্রের চাপ মানুষের মানসিক শান্তি কেড়ে নিচ্ছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা ও নিজেকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করার প্রবণতা মানসিক অবসাদ বাড়িয়ে তুলছে।

শুধু শহর নয়, গ্রামাঞ্চলেও এই সমস্যা বাড়ছে। অনেক মানুষ এখনও মানসিক রোগ নিয়ে কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন। ফলে সময়মতো চিকিৎসা না হওয়ায় সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে।

মানসিক অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বিশেষজ্ঞরা বেশ কিছু কার্যকরী উপায়ের কথা বলেছেন। তাঁদের মতে, এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির প্রথম ধাপ হলো নিজের সমস্যাকে লুকিয়ে না রেখে তা স্বীকার করা এবং অন্যের সাহায্য চাইতে দ্বিধাবোধ না করা। এক্ষেত্রে নিজের ভেতরের অনুভূতিগুলো চেপে না রেখে পরিবারের সদস্য বা কাছের মানুষের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরি, কারণ আপনজনদের মানসিক সমর্থন অনেক সময় বড় ওষুধের মতো কাজ করে। এর পাশাপাশি নিয়মিত ব্যায়াম বা হাঁটাচলার মতো শরীরচর্চা করা উচিত, যা শরীরে 'ফিল গুড' হরমোন বাড়াতে এবং মন ভালো রাখতে সাহায্য করে।

একই সাথে মানসিক স্বাস্থ্যকে ভালো রাখতে পর্যাপ্ত ঘুম ও সুষম খাদ্য গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন মানসিক অবস্থাকে আরও বেশি খারাপের দিকে ঠেলে দিতে পারে। একাকীত্ব দূর করতে বন্ধুবান্ধব ও সমাজের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে সামাজিকভাবে যুক্ত থাকা প্রয়োজন। তবে এই সমস্যা যদি দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে, তবে কোনও প্রকার অবহেলা না করে মনোবিদ বা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। বর্তমানে সঠিক কাউন্সেলিং ও থেরাপির মাধ্যমে বহু মানুষ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছেন।

সচেতনতা বাড়ানো জরুরি চিকিৎসকদের মতে, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো এখন সময়ের দাবি। যেমন শরীর খারাপ হলে চিকিৎসা নেওয়া হয়, তেমনই মন খারাপ থাকলেও চিকিৎসা ও সহানুভূতি প্রয়োজন। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজকে এই বিষয়ে আরও সংবেদনশীল হতে হবে। মানসিক অবসাদ কোনও লজ্জার বিষয় নয়। সময়মতো সঠিক সহায়তা ও ভালোবাসা পেলে একজন মানুষ আবার স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবনে ফিরে আসতে পারেন।

যোজনার ভিড়ে আবারও যেন না হারায় আসল উদ্দেশ্য

শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ও সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। পূর্বতন তৃণমূল সরকারের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের জায়গায় বর্তমান বিজেপি সরকার নিয়ে এসেছে 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' যোজনা, যার ফর্ম প্রকাশের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নতুন এই যোজনায় মহিলাদের প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপকে নারী ক্ষমতায়নের এক যুগান্তকারী ধাপ হিসেবে তুলে ধরা হলেও, এই রাজনৈতিক পালাবদল এবং যোজনার পরিবর্তনের আবহে কিছু মৌলিক ও কাঠামোগত প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

যেকোনও কল্যাণকামী সরকারের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রান্তিক মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন। কিন্তু আমাদের দেশে প্রায়শই দেখা যায়, একটি সরকার পরিবর্তিত হলে পূর্ববর্তী সরকারের সাধু উদ্যোগগুলিকেও স্রেফ রাজনৈতিক স্বার্থে বা নতুন নামকরণের মোড়কে পেশ করার এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে সাধারণ শ্রেণির মহিলারা ১,৫০০ টাকা এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতির মহিলারা ১,৭০০ টাকা পেতেন। নতুন 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' সেই অঙ্ককে বাড়িয়ে ৩,০০০ টাকা করার কথা বলছে, যা নিঃসন্দেহে স্বাগত। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ভাতার অঙ্কের এই রেষারেষি কি সত্যিই স্থায়ী অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন এনে দিতে পারে? নাকি এটি কেবলই ভোটব্যাংক ধরে রাখার এক ব্যয়বহুল কৌশল মাত্র?

নতুন এই প্রকল্পের সূচনাতেই যে বিতর্কের মেঘ দানা বেঁধেছে, তা হলো 'যোগ্যতা' ও 'নাগরিকত্ব'-এর জটিল সমীকরণ। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, পূর্ববর্তী প্রকল্পের প্রায় ৩০ লক্ষ উপভোক্তা আদতে এই সহায়তার অযোগ্য ছিলেন, কারণ তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে স্থায়ীভাবে বাদ গিয়েছে অথবা তাঁরা অ-ভারতীয়। অন্যদিকে, সিএএ আবেদনকারী এবং নির্দিষ্ট ট্রাইব্যুনালে আবেদনকারীদের এই নতুন যোজনার আওতাভুক্ত করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এই স্ক্রুটিনি বা যাচাইকরণ প্রক্রিয়া যদি স্বচ্ছ ও প্রশাসনিকভাবে নিরপেক্ষ না হয়, তবে বহু প্রকৃত দুঃস্থ ও প্রান্তিক মহিলা স্রেফ নথিপত্রের জটিলতায় বা রাজনৈতিক সমীকরণের যাঁতাকলে পড়ে তাঁদের এই ন্যূনতম আর্থিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন, এমন আশঙ্কাও এই মুহূর্তে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

যদিও সরকার আশ্বস্ত করেছে যে যাচাইকরণ প্রক্রিয়া চলাকালীন মহিলারা পূর্বতন হারেই ভাতা পেতে থাকবেন, তবুও এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার প্রশাসনিক জটিলতা যেন সাধারণ মানুষের জন্য হয়রানির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, তা নিশ্চিত করাই এখন নারীকল্যাণ মন্ত্রক ও রাজ্য প্রশাসনের সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। আর এই যোজনা যেন কেবলই রাজনৈতিক প্রতিশোধ বা নাম বদলের খেলা হয়ে না থেকে যায় সেটাও সরকারের দেখা উচিৎ।

এই বিপুল সংখ্যক যোজনার ভিড় এবং রাজনৈতিক প্রচারের আলোয় যেন নারী কল্যাণের এবং সামাজিক সুরক্ষার আসল উদ্দেশ্যটি আবারও হারিয়ে না যায়।

বিনামূল্যে সরাসরি অর্থ হস্তান্তরের এই রাজনীতি সাময়িকভাবে দারিদ্র্যের জ্বালা উপশম করতে পারে, কিন্তু তা কখনোই কর্মসংস্থান বা স্থায়ী অর্থনৈতিক বুনিয়াদের বিকল্প হতে পারে না।

রাজ্য কোষাগারের ওপর এই বিপুল আর্থিক চাপ শেষমেশ রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের বাজেটকে সঙ্কুচিত করে কি না, তাও ভাবার বিষয়।

জমজমাট ‘উত্তরের নাট্য উৎসব’

মেখলিগঞ্জ: হলদিবাড়ি রবীন্দ্রভবন মঞ্চে ২২ মে, শুক্রবার থেকে মহাসমারোহে আয়োজিত হয় তিনদিনব্যাপী ‘উত্তরের নাট্য উৎসব’। হলদিবাড়ি থিয়েটার সেন্টারের আন্তরিক উদ্যোগে আয়োজিত এই নাট্যোৎসবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের প্রখ্যাত নাট্যদলগুলি অংশগ্রহণ করে। উৎসবের প্রথম দিনেই দলগুলির উল্লেখযোগ্য ও মননশীল প্রযোজনা মঞ্চস্থ হয়।

গত রবিবার তথা ২৪ মে অবধি হলদিবাড়ি রবীন্দ্রভবন মঞ্চকে ঘিরে স্থানীয় নাট্যপ্রেমীদের মধ্যে উন্মাদনা ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। দর্শকদের উপচে পড়া ভিড়, গভীর আগ্রহ এবং আন্তরিক অংশগ্রহণ পুরো উৎসব প্রাঙ্গণকে প্রথম দিনেই প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

সংগঠকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনদিনের এই উৎসব কেবল নাটক মঞ্চস্থ করার গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং বর্তমান সময়ের নানাবিধ সংকট, সামাজিক প্রতিবাদ, মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং সমাজবাস্তবতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিককে নাটকের জোরালো ভাষায় মঞ্চে তুলে ধরা হয়। দর্শকদের মতে, এই উৎসব উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

শহরে জমজমাট সাহিত্য সন্ধ্যা

কোচবিহার: উত্তর-পূর্ব সাহিত্য সফরের অঙ্গ হিসেবে কোচবিহারের স্টুডেন্টস হেলথ হোম সভাঘরে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয় সাহিত্য সন্ধ্যা। প্রকাশনা সংস্থা ‘পালক পাবলিশার্স’-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সম্রাট চক্রবর্তী। এরপরই শুরু হয় মূল পর্বের আলোচনা ও কবিতা পাঠ। এই সাহিত্য আসরে স্বরচিত লেখা পাঠ ও সমকালীন সাহিত্য চর্চায় অংশ নেন কমলেশ সরকার, অলক সাহা, ভগীরথ দাস, সঞ্জয় সোম, অশোক ঠাকুর, গৌতম ভাদুড়ি, মানস চক্রবর্তী, পাপড়ি গুহ নিয়োগী, অঞ্জনা দে ভৌমিক, মনিমা মজুমদার, উদয় সাহা, সঞ্জয় কুমার নাগ, মনামী সরকার, ব্রততী দাস, দেবশ্রী রায় এবং নীলাদ্রি দেবের মতো অঞ্চলের বিশিষ্ট ও প্রতিভাবান সাহিত্যিকবৃন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সাবলীল ও সুনিপুণভাবে সঞ্চালনা করেন দেবস্মিতা ঘোষ। কবিতা, আলোচনা আর গুণীজনদের উপস্থিতিতে এই সাহিত্যবাসরটি ভরে ওঠে।

আলিপুরদুয়ারে শ্রদ্ধা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উদযাপিত নজরুল জয়ন্তী

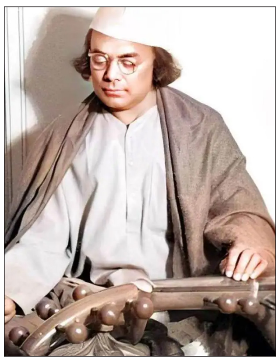

আলিপুরদুয়ার: নাচ, গান আর কবিতার মধ্য দিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা জুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। ২৬ মে, মঙ্গলবার শহরের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয় এবং ক্লাবের উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলিপুরদুয়ার নজরুল চর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগে প্রভাত সংঘ মোড় এলাকায় কবির মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর সেখানে বিভিন্ন বয়সের শিল্পীদের অংশগ্রহণে নাচ, গান, আবৃত্তি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক পরিমল দে, নাট্যকর্মী পরিতোষ সাহা, প্রবীর দত্ত প্রমুখ। সংস্থার সম্পাদক দেবাশিস ভট্টাচার্য জানান, প্রতিবছরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবারও তাঁরা সুন্দরভাবে কবির জন্মদিন উদযাপন করেছেন।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকেও কবির মূর্তিতে মাল্যদান করে দিনটি পালন করা হয়। নিউটাউন এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে খুদে পড়ুয়ারা কবি নজরুল ইসলামের সাজে নজর কেড়েছে। সুরছন্দম ডান্স অ্যাকাডেমির উদ্যোগে পুরসভা প্রেক্ষাগৃহে একটি ‘রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা’র আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রায় ২৫০ জন শিল্পী নৃত্য পরিবেশন করেন। সব মিলিয়ে বর্ণময় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জেলা জুড়ে কবিপ্রণাম জানানো হয়েছে।

ছাদ থেকে পড়ে প্রয়াত ‘ভূতের ভবিষ্যৎ’-এর পরিচালক

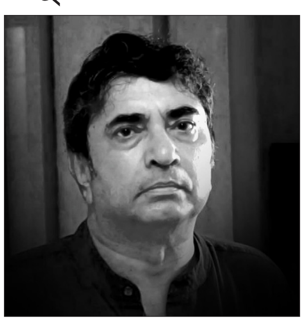

টলিউডে নক্ষত্রপতন। আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক অনীক দত্ত। ২৭ মে, বুধবার দুপুরে দক্ষিণ কলকাতার হিন্দুস্তান পার্ক এলাকায় প্রাক্তন স্ত্রীর বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মারাত্মক জখম হন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ঢাকুরিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মাত্র পাঁচ দিন আগেই, গত ২২ মে ৬৬ বছরে পা দিয়েছিলেন এই বামপন্থী ভাবধারার পরিচালক।

দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করে সঙ্গে সঙ্গেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের দল পৌঁছায় বলে জানা গিয়েছে। সরকারি নিয়ম মেনে পরবর্তীতে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিচালকের এই আকস্মিক মৃত্যুর খবরে হাসপাতাল চত্বরে ভিড় জমান টলিউড ও রাজনৈতিক মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। পরিচালকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাজনৈতিক কর্মী দীপ্সিতা ধর সহ আরও অনেকে।

চলচ্চিত্রে আসার আগে প্রায় দুই দশক ধরে বিজ্ঞাপন জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অনীক দত্ত। ২০১২ সালে তাঁর পরিচালিত প্রথম ছবি ‘ভূতের ভবিষ্যৎ’ বক্স অফিসে ব্যাপক সাড়া ফেলে এবং রাতারাতি তাঁকে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে। এরপর তিনি ‘আশ্চর্য প্রদীপ’, ‘মেঘনাদ বধ রহস্য’, ‘ভবিষ্যতের ভূত’, ‘বরুণবাবুর বন্ধু’ এবং সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী তৈরির নেপথ্য কাহিনী অবলম্বনে ‘অপরাজিত’র মতো বহু প্রশংসিত ও বিতর্কিত ছবি উপহার দিয়েছেন। তাঁর শেষ কাজ ছিল ‘যত কাণ্ড কলকাতাতেই’। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে চলচ্চিত্র জগতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কবিতায় আক্রমণ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর

দীর্ঘ ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটলেও লড়াইয়ের ময়দান ছাড়তে নারাজ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে যে প্রশাসনিক তৎপরতা ও বুলডোজারের ব্যবহার শুরু হয়েছে, তার বিরুদ্ধে এবার কবিতার মাধ্যমে গর্জে উঠলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে নিজের লেখা ‘দখল’ শিরোনামের একটি কবিতা পোস্ট করে তিনি এই ‘বুলডোজার সংস্কৃতি’ ও নতুন শাসন ব্যবস্থার কড়া সমালোচনা করেন। এছাড়াও তিনি ‘ব্রেভ’ নামে একটি ইংরেজি কবিতাও লিখেছেন।

ক্ষমতা হারানোর পর এই প্রথম কবিতার মাধ্যমে নিজের রাজনৈতিক বার্তা দিলেন মমতা। কবিতায় তিনি প্রশ্ন তোলেন, অসহায় ও দুর্বল মানুষদের উচ্ছেদ করতে আর কত বুলডোজার চালানো হবে এবং এই দানবিকতা ও অত্যাচার আর কতদিন চলবে?

মজার বিষয় হলো, ক্ষমতায় থাকাকালীন যাঁর সরকারের পুলিশের বিরুদ্ধে বিরোধীরা প্রতিনিয়ত অতিসক্রিয়তার অভিযোগ তুলতেন, ক্ষমতা বদল হতেই এবার সেই মমতার গলাতেই শোনা গেল পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা ও অতিসক্রিয়তার সমালোচনা। প্রশাসনের বর্তমান ভূমিকাকে নিশানা করে তিনি কবিতার লাইনে লেখেন, ডান্ডাওয়ালা রক্ষাকর্তারা এখন নেতার তাবেদারে পরিণত হয়েছে এবং এই ভূমিকার জন্য তারা কী পুরস্কার পাচ্ছে, সেই প্রশ্নও ছুঁয়ে দিয়েছেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের লড়াইয়ে হারলেও এই কবিতার মধ্য দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়ে দিলেন যে, বিরোধী নেত্রী হিসেবে তিনি ময়দানেই আছেন।

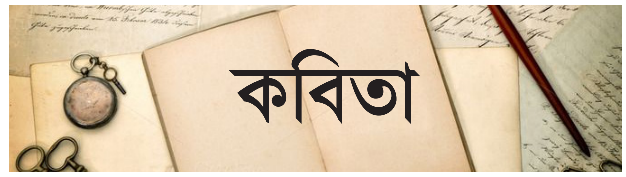

জ্বলুক অমর মশাল

সায়ন্তন ধর

গাঢ় অন্ধকার নেমে এলে
এখনো কিছু মানুষ মশাল জ্বালায়—
যেন সভ্যতার শেষ আগুনটুকু
তাদের হাতেই নিরাপদ।

গ্যালারিতে তখন
অসংখ্য অক্সি-হিমোগ্লোবিন
ছুটে বেড়ায় ধমনী থেকে ধমনীতে,
একটা লাল-হলুদ হৃৎপিণ্ডকে সচল রাখতে।

ঘাসের কর্কশ সিলিকা ধীরে ধীরে নরম হয়ে আসে
একটি ডিফেন্স-চেরা পাসের কাছে।
বুটের শব্দে কেঁপে ওঠে
উদ্বাস্তু কলোনির পুরোনো টিনের চাল,
কাঁটাতারের মরচে ধরা ইতিহাস,
ভিটেহারা মানুষের রাতজাগা রক্ত।

যেখানে পরাজয় শুধু স্কোরলাইন নয়,
সেখানে জয় আসে নিজের অস্তিত্ব উচ্চারণে।
তাই এগারো জনের একতা
হয়ে ওঠে একটাই দীর্ঘ প্রতিরোধ।
একটা ট্যাকল মানে সীমান্তে দাঁত চেপে থাকা,
একটা সেভ মানে পূর্বপুরুষকে বাঁচিয়ে রাখা,
একটা গোল মানে অপমানের বিরুদ্ধে
ছুঁড়ে দেওয়া আগুনভর্তি পাথর।

পাহাড়ি বিছে দেখে শুরু হয়েছিল তোমাকে ভালোবাসা।
আজ সেই প্রেম লাল-হলুদ ফুলের আবির মেখে
পূর্ণতা পায় গ্যালারির উন্মাদনায়,
আবারও জ্বলে ওঠে অমর মশাল।

আমি শুধু অজানা ঘাস পাতা

অখিল চন্দ্র পাল

পথ চলতে চলতে আমি ভাবছি
আমার ঠিকানা কোন অজানা ঘরে,
পঞ্চভূতের মাঝে নিত্য রহি প্রকৃতির পরম প্রেমরসে,
তবু! আমি কে? পরিচয়হীন ধুলো বালুর মাঝে
হয়ত বা কোনো পথের-দিশাহীন অভিযাত্রী
অনন্ত তৃষার কাতরে প্রহর গুণী।
ক্ষয়ক্ষতির হিসাব মেলাতে মেলাতে
দিবানিশি উবে যায়,
বিধাতার চরণে কোন্ সূচী-বিশ্বাসের অনুকূলে
প্রতিনিয়ত ডুবে আছি- সবই অবজ্ঞাত।
আমি চলছি দিনপঞ্জিকার জটিল রহস্যের অনন্ত সাগরে।
আমি শুধু অজানা ঘাস পাতা।

অজানা চিঠি

বিরাজ মন্ডল

রাস্তার মোড়ে চায়ের জার নিয়ে এক ব্যক্তি,
স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দূর অবধি।
নানান দোকানে ভরা, তার কাছে বেপরোয়া।
শীতলের পিঠে গরম হাওয়া দোলা দেয়,
অজানা এক চিঠি উড়ে যায়।
মানুষের ভিড়ে পিষ্ট পদতলে,
শ্বেতবর্ণ ভস্ম হয়েছে কালো রঙে।
জোছনার আভা একটু তপ্ত আজ,
দেখা যাচ্ছে দাগ।
পড়ছে না বদ্ধ পানাপুকুরে,
কিছু মাছের গায়ে, কিঞ্চিত আলো পড়ে।
দূরবীনের কাঁচ হয়তো চূর্ণ হয়েছে,
তারাগুলো শান্ত হয়ে দেখছে।
আড়ালে রাখা কিছু চিঠি ক্ষত হয় নীরবে,
প্রকাশ হলে কাদের গোপন দরজা খুলবে?

নদীর চরে যুবকের দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: সম্প্রতি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত নৌকাঘাট এলাকায়, মহানন্দা নদীর চরের জঙ্গল থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো। স্থানীয় বাসিন্দা গোবিন্দ দাস জানান, সকালে নদীর চরের পাশ দিয়ে হাঁটার সময় আচমকাই জঙ্গলের ভেতরে এক যুবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন তিনি। জনবহুল এলাকায় এই দৃশ্য দেখে তিনি চমকে ওঠেন। এরপরই থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এনজেপি থানার পুলিশ। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহটি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

দুই প্রধানের ইস্তফা

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের ভেটাগুড়ি ১ ও ভেটাগুড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদ থেকে ইস্তফা দিলেন চুমকি মহন্ত ও প্রিয়াঙ্কা সরকার। গত ২৬মে মঙ্গলবার তাঁরা বিডিও বিশাখ ভট্টাচার্যের কাছে তাঁদের পদত্যাগপত্র জমা দেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যক্তিগত সমস্যার কারণ দেখিয়েই দুই প্রধান পদত্যাগ করেছেন। তবে একই দিনে দুই প্রধানের পদত্যাগ ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা।

উল্লেখ্য, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে জয়ী হলেও পরবর্তীতে তাঁরা তৃণমূলে যোগ দেন। সেই প্রেক্ষাপটেই হঠাৎ এই ইস্তফা ঘিরে জল্পনা তৈরি হয়েছে। নতুন করে প্রধান নির্বাচন হবে নাকি প্রশাসক নিয়োগ করা হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

কাটমানি ফেরতের দাবিতে পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়িতে ঝুলল তালা

নিজস্ব প্রতিবেদন

সিতাই: আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল পূর্ব সিতাইয়ের ৬/৬১ নম্বর বুথ এলাকায়।

অভিযোগের প্রতিবাদে ২৬মে মঙ্গলবার প্রায় দুই শতাধিক স্থানীয় বাসিন্দা তৃণমূল কংগ্রেসের এক পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান এবং তাঁর বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে দেন। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়া এবং পরে ঘর পাওয়ার পর উপভোক্তাদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই অভিযোগ ঘিরে ক্ষোভ জমছিল।

অভিযোগকারী বেহুলা বর্মন জানান, আবাস যোজনার ঘর পাওয়ার জন্য তাঁর কাছ থেকে চার হাজার টাকা দাবি করা হয়েছিল। পরে সেই টাকা ফেরত দিতে অস্বীকার করা হয় এবং তাঁকে কুমন্তব্য ও ভয় দেখানো হয় বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

অন্য এক বাসিন্দা সন্তোষ বর্মনের দাবি, আবাস যোজনার ঘর তৈরির জন্য তিনি ষাট হাজার টাকা পান। সেই টাকার মধ্যে থেকে পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী গজেন বর্মন দশ হাজার টাকা কাটমানি হিসেবে নিয়েছেন বলে তাঁর অভিযোগ।

আরেক বাসিন্দা অমৃত বর্মনের অভিযোগ, ঘর পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে তাঁর কাছ থেকে তিন হাজার টাকা নেওয়া হলেও এখনও তাঁর নামে কোনো ঘর বরাদ্দ হয়নি। বিক্ষোভের সময় পঞ্চায়েত সদস্যা হরিপ্রিয়া বর্মন এবং তাঁর স্বামী গজেন বর্মন বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না বলে জানা যায়।

স্থানীয়দের দাবি, তাঁরা কয়েকদিন ধরেই এলাকায় ছিলেন না। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে সিতাই থানার পুলিশ। তবে এ বিষয়ে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যা হরিপ্রিয়া বর্মন বা তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

গ্রেপ্তার তৃণমূল যুব সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহার জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি স্বপন বর্মনকে গ্রেপ্তার করল ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। গত ২৬মে মঙ্গলবার গভীর রাতে মাথাভাঙ্গায় তাঁর নিজ বাসভবন থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশের কথায়, মাথাভাঙ্গা বিধানসভার প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মনের গাড়িতে হামলা এবং তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলার ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলাসহ একাধিক অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়াও তাঁর বাড়ি থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও কয়েক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় অস্ত্র আইনে পৃথক মামলা রুজু হয়েছে। স্বপন বর্মনকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে আদালত তাঁকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়। আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের অভিযোগ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে স্বপন বর্মন মাথা নেড়ে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বলে সূত্রের খবর।

মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: সম্প্রতি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি সাইবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন আইনজীবী রিঙ্কি চট্টোপাধ্যায়। অভিযোগ, ২০২৫ সালে কলকাতার রেড রোডের ইদের অনুষ্ঠানে হিন্দু সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছিলেন। এছাড়াও, নির্বাচনের আগে ধর্মামঞ্চ থেকে তিনি একাধিক 'বিতর্কিত' মন্তব্য করেছিলেন।

আইনজীবী রিঙ্কির দাবি, ঘটনার সময় প্রধাননগর থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে তাঁকে হেনস্তা করা হয় এবং অভিযোগ নেওয়া হয়নি। বর্তমানে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর তিনি ফের আইনি পদক্ষেপ নেন। দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা আইনজীবী অত্রি শর্মা জানান, ক্ষমতায় থাকাকালীন এই ধরনের মন্তব্য করা উচিত হয়নি। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে তৃণমূলের অন্দরে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে।

হাতির তাণ্ডবে তছনছ

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: জলদাপাড়া বনাঞ্চল সংলগ্ন গ্রামগুলিতে হাতির তাণ্ডবে চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ২৬ মে রাতের বেলায় দলগাঁও জঙ্গল থেকে ২৫টি হাতির একটি দল ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গদিখানা মোড়ে হামলা চালিয়ে দীপঙ্কর দাস নামে এক বাসিন্দার ঘর গুঁড়িয়ে দেয়। কোনোক্রমে স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান তিনি। অন্যদিকে, ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিভিন্ন গ্রামেও হাতির দল হানা দিয়ে সাতটি বাড়ি ও একটি দোকান ভাঙচুর করে। জলদাপাড়ার বাসিন্দা ববিতা বর্মন জানান, সন্তানদের নিয়ে বিছানার নীচে আশ্রয় নিয়ে কোনোমতে তাঁরা প্রাণ বাঁচিয়েছেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রতিনিয়ত ফসলের ক্ষতি ও ঘরবাড়ি ভাঙচুর হলেও বন দপ্তর নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। বিস্তীর্ণ এলাকা পাহারার জন্য বনকর্মীদের কাছে মাত্র একটি পুরোনো গাড়ি রয়েছে, সাথে রয়েছে তীব্র কর্মীসংকট। বন দপ্তরের এই উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের সাথে গত রবিবারই বনকর্মীদের সংঘর্ষে উভয়পক্ষের ৬ জন জখম হন। জলদাপাড়ার এক বনকর্তা অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, গাড়ি ও কর্মীসংকটের কারণেই সব এলাকায় সমান নজরদারি চালানো সম্ভব হচ্ছে না।

উত্তরাখণ্ডে ক্যুইজে সামিল মালদার দুই পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ উদ্যোগ 'বিকশিত ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম ২০২৬'-এর জাতীয় কুইজ প্রতিযোগিতায় দারুণ সাফল্য পেয়েছেন মালদা কলেজের দুই এনএসএস স্বেচ্ছাসেবক ধীরাজ মণ্ডল ও সনাতন হালদার। এই সাফল্যের জেরে দেশজুড়ে নির্বাচিত যুব প্রতিনিধিদের সাথে উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়ে সাতদিনের একটি আবাসিক ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা।

বর্তমানে এই শিবিরে দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বাস্তব পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গঠনের লক্ষ্যে নানা প্রশিক্ষণ, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় চলছে। কলেজের দুই ছাত্রের এই আন্তর্জাতিক মানের জাতীয় সাফল্যে গর্বিত কলেজের অধ্যক্ষ।

ভারী গাড়ি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদন

বীরপাড়া: বীরপাড়ার দলমোড় চা বাগান থেকে হরিপুর পর্যন্ত মাত্র ১২ ফুট চওড়া রাস্তায় রাতদিন শয়ে শয়ে ট্রাক-ডাম্পার চলায় তীব্র যানজট ও দুর্ঘটনা বাড়ছে। মাস দেড়েক আগে ডাম্পারের ধাক্কায় এক তরুণের মৃত্যুর পর, ২৬ মে, মঙ্গলবার থেকে হরিপুর ও মালঙ্গিবস্তির বাসিন্দারা এই রাস্তায় ভারী যান চলাচল বন্ধ করে পথ অবরোধ করেন।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর সাড়ে ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এই রাস্তাটি তৈরি করেছিল যাতে ভুটানের ডলোমাইটবাহী গাড়িগুলি বীরপাড়া শহর এড়িয়ে যাতায়াত করতে পারে। তবে রাস্তার সংকীর্ণতার কারণে স্থানীয়রা ক্ষুব্ধ। বীরপাড়া থানার ওসি রিকি তামাং জানান, ভারী গাড়ি নিষিদ্ধ করার কোনো সরকারি নথি তাঁর কাছে নেই, তবে তিনি চালকদের বিষয়টি বিবেচনা করতে অনুরোধ করেছেন।

অন্যদিকে, ২০২৪ সাল থেকেই দিনের বেলা বীরপাড়া শহরের ভেতর ভারী গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকায়, বিকল্প এই গ্রামীণ রাস্তাও বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েছেন মালবাহী গাড়ির চালকরা।

ফের বিয়ের পিঁড়িতে প্রাক্তন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: পাঁচ দশকেরও বেশি দাম্পত্য জীবনের পর ফের বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন প্রাক্তন বিধায়ক খগেশ্বর রায়। তবে এই বিয়ের নেপথ্যে নেই কোনও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। বরং রয়েছে আইনি জটিলতা এবং পেনশন সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা।

জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক খগেশ্বর রায় সত্তরের দশকে প্রতিমা রায়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। দীর্ঘ ৫২ বছরের দাম্পত্যে তাঁদের দুই পুত্র ও দুই কন্যাকে নিয়ে গড়ে ওঠে সুখী পরিবার। রাজনৈতিক জীবনেও বহু উত্থান-পতনের সাক্ষী থেকেছেন খগেশ্বর। একাধিক বার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। তবে অবসর জীবনে এসে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে, তা নাকি তিনি নিজেও ভাবেননি।

সূত্রের খবর, বিধায়ক পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর প্রাপ্য পেনশন চালু করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন তিনি। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, পেনশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে বৈধ বিবাহের শংসাপত্র জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু প্রায় অর্ধশতাব্দী আগের বিবাহ সংক্রান্ত নথি আদালতের কাছে যথেষ্ট প্রামাণ্য হিসেবে গৃহীত হয়নি। সেই কারণেই আইন মেনে সম্প্রতি স্ত্রী প্রতিমা রায়ের সঙ্গে পুনরায় রেজিস্ট্রি বিবাহ সম্পন্ন করেন তিনি।

এই প্রসঙ্গে খগেশ্বর রায় বলেন, "নেহাতই প্রয়োজন ও আইনি নথিপত্রের কারণে আবার বিয়ে করতে হল।" একই সঙ্গে হাস্যরসের সুরে তিনি বলেন, "রাজনৈতিক জীবনে বহু ঝড়ঝাপটা সামলেছি। কিন্তু পেনশনের আবেদন করতে গিয়ে আবার নিজের স্ত্রীকেই বিয়ে করতে হবে, তা কখনও ভাবিনি। সবার ভাগ্যে তো এমন সুযোগ জোটে না।"

প্রাক্তন বিধায়কের এই 'দ্বিতীয় বিয়ে' এখন আলোচনার কেন্দ্রে।

তৃণমূল ঘনিষ্ঠের বাড়িতে গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের দেবীবাড়ি এলাকায় তৃণমূল ঘনিষ্ঠ এক ঠিকাদারের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল কোতোয়ালি থানার পুলিশ। সম্প্রতি অভিযুক্ত কুমার রকি নারায়ণ ওরফে বাদলের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৩৮ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত। পুলিশ তাঁর স্ত্রী জুলি কুমার নারায়ণকে আটক করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই বাড়িতে হানা দেয় কোতোয়ালি থানার পুলিশ। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলে তল্লাশি অভিযান। অভিযোগ, জামাকাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল গাঁজার বস্তাগুলি। সেখান থেকেই উদ্ধার হয় প্রায় ৩৮ কেজি গাঁজা।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্যেই বাড়িতে মজুত করে রাখা হয়েছিল। তল্লাশির সময় উপস্থিত ছিলেন এগ্জিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, কোচবিহারের ডিওয়াইএসপি (ট্রাফিক) রিয়াদ সুব্বা এবং কোতোয়ালি থানার পুলিশ আধিকারিকরা। উদ্ধার হওয়া গাঁজার বস্তাগুলি ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

গাড়ির ধাক্কায় তরুণের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন

হাসিমারা: ২৫ মে, সোমবার বিকেলে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে গাড়ির ধাক্কায় জাহিরুল ইসলাম (৩৮) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনার পর অভিযুক্ত চালক রাহুল সরকার পালিয়ে না গিয়ে জখম জাহিরুলকে উদ্ধার করে কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে পৌঁছে দেন। রাতেই জাহিরুলের মৃত্যু হয় এবং চালক হাসপাতাল থেকে চম্পট দেন। মঙ্গলবার হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ জয়গাঁর বাসিন্দা ওই চালককে আটক করে ও গাড়িটিও উদ্ধার করে।

একটি যুগের অবসান...

শহর শিলিগুড়ির অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ী তথা শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাপতি অরূপ মজুমদার টুটু বসুর কেবলই অনুগামী ছিলেন না, ছিলেন তাঁর আত্মার আত্মীয়। ১৯৮৪ সালে শুরু হওয়া সেই সম্পর্কের সুতো এমন এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে রূপ নিয়েছিল যে, উত্তরবঙ্গে টুটু বসুর একমাত্র অতি ঘনিষ্ঠ মানুষ হয়ে উঠেছিলেন এই অরূপবাবু। টুটু বসু নিজেই বলতেন, "কেবল অরূপই জানবে আমার সমস্ত পরিকল্পনা আর দূরদর্শিতার কথা"। সংকটকালে মোহনবাগানের 'কুবের দেব' হয়ে ওঠা, রজার মিল্লাকে সবুজ-মেরুন জার্সি পরানো থেকে শুরু করে শিলিগুড়িতে এলেই অরূপবাবুর বাড়িতে পাতে 'চিতল মাছের মুইঠা' নিয়ে ভোর রাত পর্যন্ত আড্ডা—স্মৃতির ঝাঁপি খুলে টুটু বসুর সেই অধরা, অন্তরঙ্গ ও বর্ণময় ছবিটিই এই বিশেষ সাক্ষাৎকারে তুলে ধরলেন তাঁর প্রিয় অরূপবাবু। আজ পূর্বোত্তরের খেলার দুনিয়ায় সেই ছবি ফুটে উঠল ভাস্কর চক্রবর্তীর কলমে। তুলে ধরা হলো অরূপবাবুর ছবির ডায়েরি থেকে টুটু বসুর জীবনের কিছু অমূল্য মুহূর্ত, যা তিনি উত্তরবঙ্গে কাটিয়েছেন।

শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাপতি অরূপ মজুমদারের সাক্ষাৎকার নিলেন ভাস্কর চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি

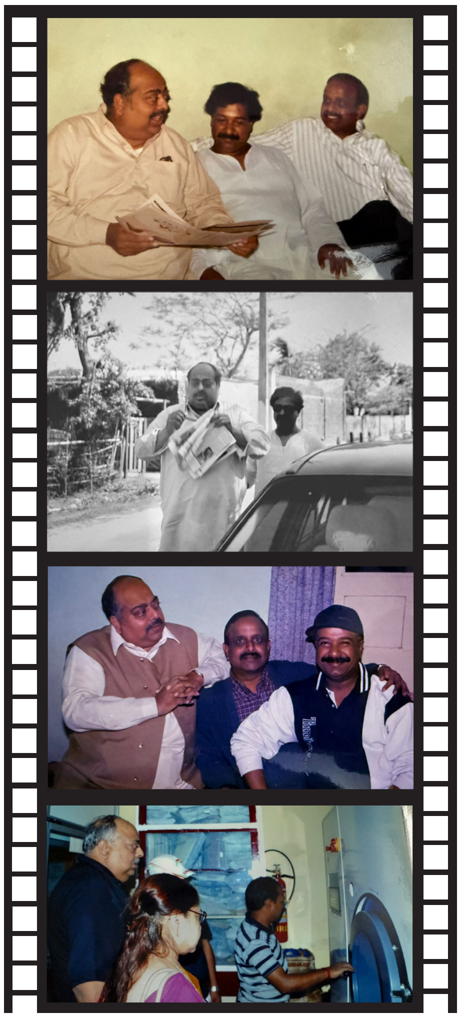

ক্যালেন্ডারের পাতায় তারিখটা ছিল ১২ মে। মঙ্গলবার। কিন্তু মোহনবাগান ক্লাবের লক্ষ লক্ষ সমর্থকের কাছে এই দিনটি চিরকালের জন্য হয়ে রইল এক অমঙ্গলের দিন। এক শূন্যতার দিন। এক অপূরণীয় ক্ষতির দিন। হয়তো তিনি নিজেই টের পাচ্ছিলেন — মৃত্যু আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। না হলে ২০২৫ সালের ২৯ জুলাই, প্রিয় সমর্থকদের সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন না সেই হৃদয়বিদারক কথাগুলো, "তোদের সঙ্গে এই হয়তো আমার শেষ দেখা। আগামী বছর এই দিনে আমি হয়তো আর থাকবো না।"

সেদিন হয়তো অনেকেই ভেবেছিলেন এটা নিছকই আবেগের কথা। কিন্তু না। তিনি সত্যিই জানতেন। সত্যিই বুঝতেন। কারণ তিনি যা বলতেন, তা-ই করতেন। আর যা করতেন, তার পুরোটাই ঢেলে দিতেন। তিনি 'দ্য টুটু বসু'। শুভনাম স্বপনসাধন বসু। মোহনবাগান ক্লাবের প্রাণপুরুষ। সবুজ-মেরুনের অভিভাবক। বাংলার ফুটবলের এক অদ্বিতীয় অধ্যায়। আজ সেই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

যাঁর কণ্ঠে ছিল রাজার দাপট, হৃদয়ে ছিল বন্ধুর উষ্ণতা

নেতা থেকে মন্ত্রী, খেলোয়াড় থেকে সমর্থক, সাংবাদিক থেকে ব্যবসায়ী — সকলের সঙ্গে তুইতুকারি করে কথা বলতেন যে মানুষটি, তাঁর চলে যাওয়া যেন একটা গোটা পৃথিবীকেই নিঃস্ব করে দিল। ক্ষমতার অলিন্দে যাঁর অবাধ যাতায়াত, তবুও কখনও অহংকারের লেশমাত্র ছিল না তাঁর আচরণে। সাধারণ সমর্থকের কাঁধে হাত রেখে যিনি বলতে পারতেন, "কী রে, দল কেমন খেলছে বল তো?" — সেই মানুষটির বিকল্প এই বাংলায়, এই দেশে, আর দ্বিতীয় কেউ নেই। তিনি ছিলেন একাধারে একজন দাপুটে সংগঠক, একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্রীড়াবিশেষজ্ঞ, একজন নিবেদিতপ্রাণ ফুটবলপ্রেমী, সংবাদ প্রতিদিনের কর্ণধার এবং একজন দক্ষ ব্যবসায়ী। এতগুলো পরিচয় একসঙ্গে বহন করা সহজ নয়। কিন্তু টুটু বসু সহজেই করতেন। কারণ এগুলো তাঁর কাছে পরিচয় ছিল না — ছিল জীবনযাপন।

শিলিগুড়িতে শোকের ছায়া — এক বন্ধুর কথা

টুটু বসুর প্রভাব কেবল কলকাতার ময়দানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পাহাড় ও সমতলের মিলনস্থল শিলিগুড়িতেও ছিল তাঁর শেকড়। ছিলেন তাঁর একজন প্রাণের মানুষ। বন্ধু নয়, ভাই নয় — তার চেয়েও বেশি কিছু। সেই মানুষটির নাম অরূপ মজুমদার।

শহর শিলিগুড়িতে অরূপবাবু একটি অত্যন্ত পরিচিত নাম। পেশায় ব্যবসায়ী, কিন্তু নেশায় ক্রীড়াপ্রেমী। শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাপতি এবং মোহনবাগানের আজীবন সদস্য। টুটু বসুর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর থেকে মজুমদার বাড়িতে যেন সব থমকে গেছে। কথা বলতে গেলেই গলা ভেঙে আসে। চোখ ভিজে ওঠে।

এই প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপচারিতায় সেই থমথমে পরিবেশেই অরূপবাবু তুলে ধরলেন টুটু বসুর সেই অধরা, অন্তরঙ্গ ছবিটি, যা বাইরের পৃথিবী খুব কমই দেখেছে।

১৯৮৪ — একটি পরিচয়, একটি চিরন্তন বন্ধন

"১৯৮৪ সালের কথা। টুটু তাঁর বন্ধু অঞ্জনকে নিয়ে এলেন শিলিগুড়িতে। সঙ্গে ছিলেন সুভাষবাবু। আমি তখন শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের একজন। সুভাষবাবুই সেদিন আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন টুটু আর অঞ্জনের।"

সেই পরিচয়ই ছিল শুরু। বিনু, অঞ্জন আর টুটু — এই ত্রয়ীর সঙ্গে সময়ের সাথে সাথে আরেকজন ভাইয়ের মতো হয়ে উঠলেন অরূপ মজুমদার। সম্পর্ক আর কেবল পরিচয়ে সীমাবদ্ধ রইল না। হয়ে উঠল আত্মার বন্ধন। উত্তরবঙ্গে টুটু বসুর একমাত্র অতি ঘনিষ্ঠ মানুষ হয়ে উঠলেন এই অরূপ মজুমদার। এতটাই ঘনিষ্ঠ যে টুটু বসু নিজেই সাংবাদিকদের বলতেন — "কেবল অরূপই জানবে আমার সমস্ত পরিকল্পনা আর দূরদর্শিতার কথা।"

মোহনবাগানের 'কুবের দেব' — একটি তরীর কাণ্ডারি

১৯৯০ সাল। টুটু বসু প্রশাসক হিসেবে পা রাখলেন মোহনবাগান ক্লাবে। পথিকৃৎ হিসেবে পাশে পেলেন ধীরেন দেকে। ১৯৯১ সালে হলেন সচিব। তারপর বন্ধু অঞ্জন মিত্রকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে নিজে কাঁধে তুলে নিলেন সভাপতির মহাভার। ২০১৮ সাল পর্যন্ত একটানা সভাপতি। মাঝে দুই বছরের জন্য সচিব হলেও আবার ফিরে গেলেন সেই প্রিয় সভাপতির আসনে। কিন্তু এটা নিছক একটা পদ ছিল না। এটা ছিল একটা প্রতিশ্রুতি। মোহনবাগান নামক স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার অঙ্গীকার।

যেদিন ম্যাকডাওয়েল হাত গুটিয়ে নিল, সেদিন অনেকেই ভেবেছিলেন ক্লাব বুঝি ডুবল। কিন্তু টুটু বসু ডুবতে দেননি। প্রায় সাড়ে তিন বছর একাই টেনে নিয়ে গেছেন মোহনবাগান নামের তরীকে। শুধু ভাসিয়ে রাখেননি জিতিয়েও এনেছেন আই-লিগের শিরোপা। যখন মোহনবাগান জয়ের পথ ভুলে গিয়েছিল, যখন হতাশার অন্ধকার ঘিরে ধরছিল সবুজ-মেরুন শিবিরকে, তখনও বন্ধু অঞ্জন মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন এই মানুষটিই।

আর যখন বুঝলেন আইএসএলের বিশাল নৌকো তাঁর একার পক্ষে টানা সম্ভব নয়, নিজের অহংকে সরিয়ে রেখে বন্ধু সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে অনুরোধ করলেন দায়িত্ব নিতে। ক্লাবের স্বার্থে নিজেকে ছোট করতে পারাটাই ছিল টুটু বসুর সবচেয়ে বড় মহত্ত্ব।

ফুটবলারদের বেতন বাকি পড়েছে? টুটু বসু আছেন। ক্লাব রাজনৈতিক সংকটে জড়িয়েছে? টুটু বসু আছেন। অর্থের সংস্থান দরকার? টুটু বসু আছেন। বারবার, প্রতিটি বিপদে, প্রতিটি সংকটে — তিনিই ছিলেন মুশকিল আসান। সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন মোহনবাগানের 'কুবের দেব'।

রজার মিল্লা থেকে কৃষ্ণানু — ট্রান্সফার- কূটনীতির মাস্টারমাইন্ড

অরূপ মজুমদারের স্মৃতির ভাঁজে ভাঁজে জমে আছে কত অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। তার মধ্যে দুটি ঘটনা সবচেয়ে উজ্জ্বল।

প্রথমটি — বিশ্বকাপ থেকে সদ্য ফেরা ক্যামেরুনের কিংবদন্তি রজার মিল্লাকে মোহনবাগানের সবুজ-মেরুন জার্সি পরানো। গোটা ভারতীয় ফুটবল তখন হতবাক। টুটু বসু করে দেখিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়টি — ম্যাকডাওয়েলের সঙ্গে সেই ঐতিহাসিক চুক্তি, যা ক্লাবকে আর্থিক মুক্তির পথ দেখিয়েছিল।

কিন্তু তাঁর ট্রান্সফার-কূটনীতি কেবল এখানেই শেষ নয়। একদিকে যেমন চিমাকে নিজে নিতে পারবেন না জেনে সাহসের সঙ্গে তুলে দিয়েছিলেন প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গলের হাতে, তেমনই প্রতিপক্ষের ঘর থেকে টেনে এনেছিলেন কৃষ্ণানু দে, বিকাশ পাঁজি এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে। ফুটবলীয় দাবার এই অসাধারণ চালগুলোই বলে দেয়, টুটু বসু শুধু প্রশাসক ছিলেন না — ছিলেন একজন দাবাড়ু, একজন কৌশলী, একজন দূরদ্রষ্টা।

পাতে চিতল মাছের মুইঠা, মনে আড্ডার আনন্দ

ক্লাবের রাজনীতি আর কর্পোরেট জগতের বাইরে টুটু বসুর আরেকটি পরিচয় ছিল, তিনি ছিলেন অসম্ভব আড্ডাবাজ, প্রাণখোলা, ভোজনরসিক এক মানুষ। যাঁর সঙ্গে এক বিকেল কাটালে মনে হত সারাটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়।

শিলিগুড়িতে এলেই অরূপ মজুমদারের বাড়িতে রাত্রিযাপন ছিল তাঁর প্রথম পছন্দ। সেই রাতের খাওয়ার পাতটা যেন একটা উৎসব হয়ে উঠত। শাক-সবজি, নবরত্ন তরকারি, কাশ্মীরি ডাল, লোকাল বোরোলি মাছের ঝোল, চিতল মাছ, হালকা কচি পাঁঠার ঝোল, আম-খেজুরের টক, দই-মিষ্টি আর মাঝে মাঝে পায়েশ। পুরো উত্তরবঙ্গের রান্নাঘরের সেরা রান্নাগুলো যেন জড়ো হত সেই পাতে। তবে সবকিছু ছাপিয়ে সবচেয়ে প্রিয় ছিল একটাই পদ চিতল মাছের মুইঠা। শিলিগুড়িতে পা দিলেই বলতেন, 'অরূপ, লোকাল চিতল নিয়ে আয়।'

আর সেই রাতে আড্ডা জমত ভোর পর্যন্ত। হাসি, গল্প, স্মৃতি, ফুটবল, রাজনীতি, জীবন সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত জাদুর পরিবেশ তৈরি হত। অরূপবাবু বললেন, "ওই রাতগুলো আর কখনো ফিরবে না। সেটাই সবচেয়ে বড় কষ্ট।"

উত্তরবঙ্গে সবুজ-মেরুনের বীজ বপন

শিলিগুড়িতে মোহনবাগান কর্নার গড়ে তোলার পরিকল্পনা মূলত অরূপ মজুমদারের ভাবনাপ্রসূত। কিন্তু সেই ভাবনার পেছনে ছিল টুটু বসুর অনুপ্রেরণা, সমর্থন এবং সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন যখন শিলিগুড়িতে ম্যাচ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিল, টুটু বসু নিজেই উদ্যোগ নিলেন সেখানে মোহনবাগানের ম্যাচ পরিচালনার। উত্তরবঙ্গের মাটিতে সবুজ-মেরুনের পতাকা উড়িয়ে দেওয়ার স্বপ্ন ছিল তাঁর।

সাংবাদিকদের কাছে বলতেন, "উত্তরবঙ্গে আমার যা পরিকল্পনা, যা দূরদর্শিতা, সব অরূপই জানে। ওকেই বলি।" এই একটি বাক্যেই বোঝা যায়, শিলিগুড়ির সঙ্গে টুটু বসুর সম্পর্ক কতটা গভীর ছিল।

হুইলচেয়ারে শেষ দিন — একাকিত্বের বেদনা

জীবনের শেষবেলায় একটু একটু করে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন এই মহাপ্রাণ মানুষটি। স্ত্রীর প্রয়াণের পর থেকেই একাকিত্ব গ্রাস করতে শুরু করেছিল তাঁকে। তারপর চলে গেলেন প্রাণের বন্ধু অঞ্জনদাও। সেই শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয়। জীবনের শেষ পর্যায়ে হুইলচেয়ারে ঠাঁই হয়েছিল তাঁর। শরীর ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু মন? মন তখনও মোহনবাগানের মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

অরূপবাবু বললেন, "একাকিত্বে ভুগেছেন কিনা নিশ্চিত নই। কিন্তু শেষ দিকে খুব একটা ভালো ছিলেন না, এটা বুঝতে পারতাম।"

'দ্য টুটু বসু' — বিকল্পহীন, অপ্রতিস্থাপনীয়

টুটু বসুর বিকল্প কে? এই প্রশ্নটি করতেই থমকে গেলেন অরূপ মজুমদার। দীর্ঘ নিঃশ্বাস। তারপর ভাঙা গলায় বললেন, "আজ্ঞে আমাকে কিছু বললেন? টুটু বসুর বিকল্প? কী বলছেন মশাই! উনি 'দ্য টুটু বসু'। ওনার বিকল্প একমাত্র উনি নিজেই। একজন দক্ষ ক্রীড়া সংগঠককে হারিয়েছি আমরা। মন ভালো নেই আজ। বারবার বলতে গিয়ে গলা জড়িয়ে আসছে। ওনার বিকল্প খোঁজার ধৃষ্টতা পর্যন্ত নেই আমাদের। নেই কোনো মোহনবাগান সমর্থকেরই।"

কথাগুলো বলতে বলতে চোখ মুছলেন অরূপবাবু।

'উনি ফিরবেন' — বিশ্বাসের আলো

তবু হতাশায় ডুবে থাকেননি অরূপ মজুমদার। শেষে একটু থেমে, দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "ফিরবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উনি ফিরবেন। উনাকে ফিরতেই হবে। টুটু বসু মানেই মোহনবাগান, আর মোহনবাগান মানেই টুটু বসু। উনি এই ক্লাবের পরবর্তী দুই প্রজন্মকে তৈরি করে দিয়ে গেছেন। সবুজ-মেরুন সমর্থকদের জন্য ওনাকে ফিরতেই হবে।"

হয়তো এটাই সত্যি। হয়তো টুটু বসু সত্যিই ফিরবেন, প্রতিটি ম্যাচের উত্তেজনায়, প্রতিটি গোলের আনন্দে, প্রতিটি জয়ের উল্লাসে। মোহনবাগান যতদিন থাকবে, টুটু বসু ততদিন থাকবেন। কারণ তিনি কেবল একজন মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি অনুভূতি। একটি বিশ্বাস। একটি ইতিহাস।

আজ সবুজ-মেরুনের আকাশে শোকের ঘন মেঘ। কিন্তু মেঘ সরে গেলেই দেখা যাবে, সেই আকাশের রঙ এখনও সবুজ আর মেরুন। চিরকালের জন্য।

বিদায়, টুটু দা। আপনাকে ভোলা সম্ভব নয়।

মাজার® ৫০ বছর পূর্তি

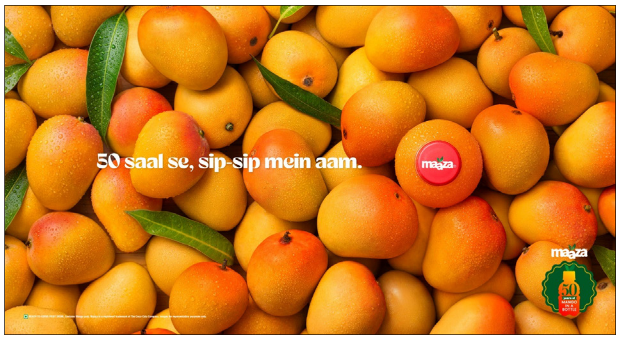

কলকাতা: কোকা-কোলা ইন্ডিয়া 'মাজা®'-এর ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে। অর্ধশতাব্দী ধরে তারা ভারতীয়দের কাছে খাঁটি আমের খাঁটি স্বাদ পৌঁছে দিচ্ছে। ১৯৭৬ সালে যাত্রা শুরু করা 'মাজা®' দেশের সাংস্কৃতিক বুননের সঙ্গে গভীরভাবে মিশে গিয়েছে এবং এমন এক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে, যার মূলে রয়েছে শৈশবের স্মৃতিমাখা নস্টালজিয়া, চমৎকার স্বাদ এবং একান্তই ভারতীয় ঘরানার বিশেষ কিছু মুহূর্ত।

পাঁচ দশক ধরে, এই ব্র্যান্ডটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হয়ে আছে, গ্রীষ্মের রৌদ্রোজ্জ্বল বিকেল ও পারিবারিক মিলনমেলা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো উদযাপন, সবখানেই এর সরব উপস্থিতি। সময়ের পরিক্রমায়, 'মাজা®' কেবল একটি পানীয় হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং এটি এখন দেশি আমের খাঁটি ও তৃপ্তিদায়ক স্বাদের এক প্রতিশব্দে পরিণত হয়েছে।

এই ৫০ বছরের মাইলফলকটি ফলচাষি থেকে কনজিউমার সবার প্রতি এক শ্রদ্ধার্ঘ্য। কোকা-কোলা ইন্ডিয়ার মার্কেটিং সিনিয়র ডিরেক্টর সুনাইনিকা সিং বলেন, 'মাজা®'-র মূলমন্ত্র হলো এর সততা ও অনন্য স্বাদ, যা আগামী ৫০ বছরের পথচলার মজবুত ভিত্তি। মূল আদর্শে অবিচল থেকে 'মাজা®' নিজেকে বিকশিত করেছে। 'তাজা আম, মাজা আম' বা 'মাজা হো যায়ে'-এর মতো প্রচারণার মাধ্যমে এটি আমের প্রতি মানুষের ভালোবাসাকে ছুঁয়ে গিয়েছে। ওগিলভি ইন্ডিয়ার সুকেশ নায়েক বলেন, এটি কেবল পানীয় নয়, বরং মানুষের বেড়ে ওঠার এক অনুভূতি। বিপণনের বাইরেও 'মাজা®' 'প্রজেক্ট উন্নতি'-এর মাধ্যমে বিন্দু সেচের মতো টেকসই কৃষি পদ্ধতি এনে আম চাষের ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করছে। ভবিষ্যতেও 'মাজা®' নিজস্ব সংস্কৃতির গল্প ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই আনন্দকে উদযাপন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ভি-গার্ড জিতল মর্যাদাপূর্ণ 'আইএমসি রামকৃষ্ণ বাজাজ ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫'

কলকাতা: ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কনজিউমার ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড 'ভি-গার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড', 'আইএমসি রামকৃষ্ণ বাজাজ ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাওয়ার্ড' ২০২৫-এ মর্যাদাপূর্ণ 'পারফরম্যান্স এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত হয়েছে। কোম্পানির ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে, ভি-গার্ড প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের প্রথম বছরেই এই জাতীয় স্তরের স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

এই অর্জনটিকে যা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে তা হলো এই স্বীকৃতি কোনো একক উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য দেওয়া হয়নি, বরং ভি-গার্ডকে একটি সামগ্রিক 'কর্পোরেট উৎপাদন সত্তা' হিসেবে এই সম্মান জানানো হয়েছে; যার প্রতিনিধিত্ব করেছে কোম্পানির চাভাদি, কাশিপুর, পেরুন্দুরাই, সিকিম ইউনিট-২ এবং রুরকিতে অবস্থিত পাঁচটি উৎপাদন কেন্দ্র।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী সমাদৃত 'ম্যালকম বালড্রিজ ফ্রেমওয়ার্ক'-এর আদলে গঠিত এই পুরস্কারের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত কঠোর ও বহু-পর্যায়ের হয়ে থাকে; যেখানে নেতৃত্ব, পরিচালনগত উৎকর্ষ, কৌশলগত পরিকল্পনা, গ্রাহক-কেন্দ্রিকতা, কর্মী সম্পৃক্ততা এবং ব্যবসায়িক পারফরম্যান্স এই বিষয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করা হয়। এই পুরস্কারগুলো পরিচালনা করে 'আইএমসি চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি।'

ভি-গার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মি. মিঠুন চিটিলপিলি বলেন, "অংশগ্রহণের প্রথম বছরেই 'আইএমসি রামকৃষ্ণ বাজাজ ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করা ভি-গার্ডের জন্য একটি অত্যন্ত গর্বের মাইলফলক। " এই স্বীকৃতির মূলে রয়েছে ভি-গার্ডের নিজস্ব উদ্ভাবিত 'VGMEA 2.0' কাঠামো; যা বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত বিভিন্ন ব্যবসায়িক উৎকর্ষ মডেলের মূল নীতিগুলোকে একত্রিত করে।

VI -এর ৫জি পরিষেবার বিস্তার পশ্চিমবঙ্গের দশ শহরে

আগামী জুনের মধ্যে দুর্গাপুর, আসানসোল, হাবরা-অশোকনগর, বর্ধমান, খড়গপুর, গ্যাংটক ও দার্জিলিংয়েও পরিষেবা

শিলিগুড়ি: উচ্চ ডেটা ব্যবহার্য শিল্পাঞ্চল ও পর্যটনকেন্দ্রিক এলাকাগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়েই গত বছর কলকাতা ও শিলিগুড়িতে ৫জি পরিষেবা চালুর পর ভোডাফোন আইডিয়া-এর VI এবার পশ্চিমবঙ্গের আরও একাধিক শহরে সম্প্রসারণ করলো তাদের ৫জি পরিষেবা।

বর্তমানে মালদা, হলদিয়া ও বহরমপুরে VI 5G চালু হয়েছে। পাশাপাশি আগামী জুনের মধ্যে দুর্গাপুর, আসানসোল, হাবরা-অশোকনগর, বর্ধমান, খড়গপুর, গ্যাংটক ও দার্জিলিংয়েও এই পরিষেবা চালু হবে। মূলত, দুর্গাপুর ও আসানসোলের মতো শিল্পশহর, হলদিয়ার মতো বাণিজ্যিক কেন্দ্র এবং দার্জিলিং ও গ্যাংটকের মতো পর্যটনকেন্দ্রে বাড়তে থাকা ডেটা চাহিদা মেটানোই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

এই প্রসঙ্গে ভোডাফোন আইডিয়া-র শোভন মুখার্জী , বিজনেস হেড – কলকাতা, রেস্ট অফ বেঙ্গল, অসম ও উত্তর-পূর্ব, বলেন, কলকাতা ও শিলিগুড়ির পর পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ বাজারগুলিতে VI-এর ৫জি সম্প্রসারণ তাদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন শিল্প, বাণিজ্য ও পর্যটন এলাকাগুলিতে গ্রাহকদের আরও উন্নত ও নিরবচ্ছিন্ন নেটওয়ার্ক অভিজ্ঞতা দেওয়াই তাদের লক্ষ্য।

"লেজেন্ড'স কেয়ার ক্যাম্প" আয়োজনে ক্ল্যাসিক লেজেন্ড'স

মুম্বাই: আগামী ২৩ থেকে ৩১মে পর্যন্ত ৯ দিনের "লেজেন্ড'স কেয়ার ক্যাম্প" আয়োজনের ঘোষনা করলো ক্ল্যাসিক লেজেন্ড'স। এই ক্যাম্পের মধ্য দিয়ে তাদের JAWA, YEZDI এবং BSA ডিলারশিপ নেটওয়ার্ক জুড়তে চলেছে তারা। ক্ল্যাসিক লেজেন্ড'স-এর দেশব্যাপী এই সার্ভিস উদ্যোগে গ্রাহকদের জন্য থাকছে সম্পূর্ণ ভেহিকল হেলথ চেক-আপ, সার্ভিস, স্পেয়ার পার্টস, শ্রমমূল্য ও জেনুইন অ্যাক্সেসরিজের বিশেষ সুবিধা।

ক্যাম্পে প্রশিক্ষিত টেকনিশিয়ানরা মোটরসাইকেলের ৭২-পয়েন্ট পরিদর্শন করবেন, যার মধ্যে থাকবে ইঞ্জিন, ব্রেক, ক্লাচ, ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম, টায়ার, সাসপেনশন, ব্যাটারি ও সামগ্রিক গাড়ির অবস্থা পরীক্ষা। পাশাপাশি গ্রাহকরা মোটরসাইকেল রক্ষণাবেক্ষণ ও বর্ষার আগে রাইডিং প্রস্তুতি নিয়ে বিশেষজ্ঞ পরামর্শও পাবেন।

জয়াপ্রদীপ বাসুদেভান বলেন, গ্রাহকের অভিজ্ঞতা ও রাইডার সন্তুষ্টিই ক্ল্যাসিক লেজেন্ড'স-এর মূল অগ্রাধিকার এবং "লেজেন্ড'স' কেয়ার ক্যাম্প "-এর মাধ্যমে রাইডারদের উন্নত পরিষেবা ও আগাম ভেহিকল কেয়ার দেওয়াই তাদের লক্ষ্য। এই ক্যাম্পে অংশগ্রহণের জন্য গ্রাহকরা তাদের নিকটবর্তী অনুমোদিত JAWA, YEZDI এবং BSA ডিলারশিপে গিয়ে এই ক্যাম্পে গিয়ে যোগাযোগ করলেই অংশ নিতে পারবেন এবং উপভোগ করতে পারবেন ফাইন্যান্স ও এক্সচেঞ্জ-এর বিশেষ সুবিধা।

ভারতে আসছে সেনকো-র 'সিন অ্যাট কানস' প্রদর্শনী

কলকাতা: ২০২৬ সালে আয়োজিত "কান চলচ্চিত্র উৎসবে" বিশেষ নজর কাড়লো সেনকো হাউসের ল্যাব-গ্রোন ডায়মন্ড ব্র্যান্ড 'সেনেস'-এর 'ডিউড্রপস' কালেকশন । এবার সেই বহুলচর্চিত রেড-কার্পেট সৃষ্টি ভারতে আসছে 'সিন অ্যাট কানস' প্রদর্শনীর মাধ্যমে।

স্টাইল আইকন রিদা থারানার মাধ্যমে উন্মোচিত এই গয়নাগুলি তাদের তরল ভাস্কর্যসম নকশা, কোমল ঝলক এবং সংযত সৌন্দর্যের জন্য প্রশংসিত হয়।

ভোরের শিশিরবিন্দু থেকে অনুপ্রাণিত 'ডিউড্রপস' তৈরি হয়েছে ১৪ ক্যারেট সোনার সেটিংয়ে বসানো ১০৫.৫ ক্যারেট FG-VVS নাশপাতি আকৃতির ডায়মন্ড দিয়ে।

ঝরনার মতো ডায়মন্ড প্লেসমেন্ট, অর্গানিক সিলুয়েট এবং হালকা, উজ্জ্বল অনুভূতি এই কালেকশনকে দিয়েছে স্বতন্ত্র পরিচয়। কানসের কাউচার বা বিশ্বমানের ফ্যাশনের সঙ্গে মিলেমিশে এটি হয়ে ওঠে আধুনিক বিলাসিতা ও নির্মল সৌন্দর্যের প্রতীক।

এবিষয়ে জয়ীতা সেন জানান, এই সংগ্রহের মাধ্যমে তারা স্বাভাবিক, দীপ্তিময় এবং সমকালীন সৌন্দর্যকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। ELLE, PINKVILLA ও HARPER'S BAZAAR-এর মতো আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মেও এই সৃষ্টি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে বলে জানান তিনি।

২০২৬ অর্থবর্ষে লেনদেন বৃদ্ধি পেলো BHIM অ্যাপে

খড়গপুর: ২০২৬-এর অর্থবর্ষে এনপিসিআই বিএইচআইএম সার্ভিস লিমিটেড (এনবিএসএল)-এর তৈরি BHIM অ্যাপে লেনদেন বেড়ে দাঁড়ালো ৩০১ শতাংশ। ২০২৫ সালের এপ্রিলে মাসিক ৫.৯৩ কোটি টাকার লেনদেন ২০২৬ সালের মার্চে বেড়ে পৌঁছোয় ২১.৬ কোটিতে। এই বছরের এপ্রিলে তা আরও বেড়ে দাঁড়ায় ২২.৪৯ কোটিতে এবং মোট লেনদেনের মূল্য হয় ২৬,০৪০ কোটি টাকা।

সংস্থার মতে, এই বৃদ্ধির মূলে রয়েছে দৈনন্দিন কেনাকাটায় ডিজিটাল পেমেন্টের বাড়তি ব্যবহার, সহজ ব্যবহার, নিরাপত্তা। পশ্চিমবঙ্গে ২০২৬ এর আর্থিকবর্ষে অ্যাপের ৭১ শতাংশ লেনদেনই ছিল ব্যক্তি-থেকে-বণিক পেমেন্ট। রাজ্যে বণিকভিত্তিক লেনদেনের মধ্যে মুদি দোকানে ২২.৫ শতাংশ, খাবারের দোকান ও রেস্তোরাঁয় ১৮.৭ শতাংশ, কুইক কমার্সে ৬.৪ শতাংশ, ই-কমার্সে ৩.৯ শতাংশ এবং জ্বালানি স্টেশনে ৩.৪ শতাংশ লেনদেন হয়েছে।পাশাপাশি, ইউপিআই ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বেড়েছে RUPAY ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের প্রবণতা।

এবিষয়ে ললিতা নটরাজ জানান, মুদি কেনাকাটা, রেস্তোরাঁ, যাতায়াত ও অনলাইন শপিং-সহ নানা ক্ষেত্রে ডিজিটাল পেমেন্ট এখন দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠছে। খড়গপুর-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় মুদি দোকান, রেস্তোরাঁ ও ছোট ব্যবসায়ীদের মধ্যে দ্রুত বাড়ছে ইউপিআই-ভিত্তিক পেমেন্টের ব্যবহার।

এনবিএসএল জানিয়েছে, BHIM অ্যাপটি বাংলা-সহ ১৫টির বেশি ভাষা সমর্থন করে এবং কম ইন্টারনেট সংযোগযুক্ত এলাকাতেও ব্যবহারের উপযোগী। অ্যাপটিতে ইউপিআই সার্কেল, স্প্লিট এক্সপেন্সেস, ফ্যামিলি মোড, স্পেন্ডস অ্যানালিটিক্স, ইউপিআই লাইট অটো টপ-আপ, প্রিপেড রিচার্জ, ফরেক্স পেমেন্ট ও রিওয়ার্ড ভিত্তিক লেনদেনের সুবিধা রয়েছে।

‘কার্ডিয়াক ইলেক্ট্রোফিজিওলজি’ পরিষেবা চালু নারায়ণা আরএন টেগোরে

শিলিগুড়ি: নারায়ণা আরএন টেগোর হসপিটাল ম্যাক্সওয়েল হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারে পূর্ণাঙ্গ ‘কার্ডিয়াক ইলেক্ট্রোফিজিওলজি’ পরিষেবা চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। এর মাধ্যমে কলকাতার মুকুন্দপুর ইউনিটে অর্জিত তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এখন উত্তরবঙ্গ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রোগীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হবে। ২৬ বছরেরও বেশি সময়ের ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতার ঐতিহ্য নিয়ে, এই প্রতিষ্ঠানটি সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি অব্যাহত রেখেছে। নতুন এই ইপি কর্মসূচির আওতায় ‘সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া’, ‘অ্যাট্রিয়াল ফাইব্রিলেশন’, ‘ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া’ এবং ‘ব্র্যাডিঅ্যারিথমিয়া’—এর মতো হৃদরোগগুলোর দ্রুত মূল্যায়ন, ঝুঁকির মাত্রা নির্ণয় এবং প্রাথমিক পর্যায়েই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।

এই কেন্দ্রে রোগ নির্ণয়ের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা উপলব্ধ থাকবে, যার মধ্যে রয়েছে ইসিজি, ট্রেডমিল পরীক্ষা, ইকোকার্ডিওগ্রাফি এবং হোল্টার মনিটরিং; পাশাপাশি বংশগত হৃদছন্দ-জনিত ব্যাধিগুলোর জন্য জিনগত পরামর্শ বা ‘জেনেটিক কাউন্সেলিং’-এর সুবিধাও থাকবে। উন্নত চিকিৎসার বিকল্পগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ‘রেডিওফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশন’, পেসমেকার স্থাপন, AICD ও CRT ডিভাইসের ব্যবহার এবং ‘পালস ফিল্ড অ্যাবলেশন’, যা এই অঞ্চলে অত্যাধুনিক হৃদরোগ চিকিৎসার প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে।

এই কর্মসূচিটি কার্ডিয়াক ইলেক্ট্রোফিজিওলজিস্ট, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, শিশু বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বহু-বিভাগীয় দলের সহায়তায় পরিচালিত হবে। এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ডা. দেবব্রত বেরা নিরাময়যোগ্য হৃদছন্দ-জনিত ব্যাধিগুলোর ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়েই রোগ নির্ণয়ের গুরুত্বের ওপর বিশেষ আলোকপাত করেন। নারায়ণা হেলথ-এর ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব যাদের মধ্যে আর. ভেঙ্কটেশ এবং অভিজিৎ সিপি অন্যতম, তারা চিকিৎসার সুযোগ বাড়াতে এবং আঞ্চলিক সক্ষমতা গড়ে তোলার বিষয়টির ওপর জোর দেন।

এই উদ্যোগটি পূর্ব ভারতে উন্নত কার্ডিয়াক ইলেক্ট্রোফিজিওলজি পরিষেবার একটি উদীয়মান কেন্দ্র হিসেবে শিলিগুড়ির অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করে তোলে।

টাটা-র তানায়রা নিয়ে এলো ‘ইনায়া’

মাত্র ৩,৪৯৯ টাকা থেকে শুরু কনটেম্পোরারি শাড়ির কালেকশন

শিলিগুড়ি: টাটা-র সহযোগী ব্র্যান্ড ‘তানায়রা’ নিয়ে এসেছে তাদের নতুন শাড়ির কালেকশন ‘ইনায়া’। আধুনিক ভারতীয় নারীদের কথা মাথায় রেখে এই কালেকশনটি ডিজাইন করা হয়েছে, যারা খুব সহজে ও ভার্সেটাইল স্টাইলে নিজেদের মার্জিত ও উৎসবের আমেজে সাজিয়ে তুলতে চান। মাত্র ৩,৪৯৯ টাকা থেকে শুরু হচ্ছে এই কালেকশন।

নতুন যুগের হালকা এবং আরামদায়ক ফেব্রিক দিয়ে তৈরি ‘ইনায়া’ কালেকশনের শাড়িগুলো একদিকে যেমন আরামদায়ক, অন্যদিকে দেখতেও জমকালো। ঘরোয়া আড্ডা, জীবনের বিশেষ কোনও মুহূর্ত উদযাপন থেকে শুরু করে বিয়ের আগের নানারকম অনুষ্ঠান এবং যেকোনও সামাজিক উৎসবের জন্য এই শাড়িগুলো একদম উপযুক্ত।

প্রকৃতির ছন্দ এবং মহাবিশ্বের অন্তহীন গতিশীলতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এই কালেকশনটি তৈরি করা হয়েছে। শাড়িগুলোর ডিজাইনে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বিমূর্ত ফুলের নকশা, পরিবর্তনশীল রূপ এবং জ্যামিতিক প্রভাব। ভোরের স্নিগ্ধ আলো থেকে শুরু করে গোধূলির মায়াবী রঙ এবং প্রস্ফুটিত ফুলের নানারকম শেড, প্রকৃতির এই রূপগুলো শাড়িগুলোর রঙে ফুটে উঠেছে।

এই নতুন লঞ্চ প্রসঙ্গে তানায়রার সিএসএমও মি. সোমপ্রভ কুমার সিং বলেন, “অকেশনাল ওয়্যার আমাদের ব্র্যান্ডের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ, যা আমাদের মোট বিক্রিতে প্রায় ৬০-৭০% অবদান রাখে। আজকাল নারীরা উৎসবের সাজগোজের ক্ষেত্রে নিজেদের পছন্দ ও ব্যক্তিত্বকে অনেক বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন। তাঁরা চান প্রতিটি অনুষ্ঠানে তাঁদের রূপের আলাদা আলাদা দিক প্রকাশ পাক। ‘নেভার লুক দ্য সেম’ ভাবনাকে সামনে রেখেই ইনায়া কালেকশনটি ডিজাইন করা হয়েছে।”

গরমের বিয়ের মরসুমের জন্য তানায়রা নিয়ে এসেছে শিল্প, সংস্কৃতি ও আধুনিক ডিজাইনের মেলবন্ধনে তৈরি দুটি নতুন কালেকশন—‘দ্য ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স’ এবং ‘রাস’। আপনার উৎসবের সাজকে আকর্ষণীয় করে তুলতে এই শাড়িগুলো নিকটবর্তী তানায়রা শোরুমে বা অনলাইনে (WWW.TANEIRA.COM) পেয়ে যাবেন।

টুইন-সিলিন্ডার কিট সহ বাজারে এলো নিসান গ্র্যাভাইট সিএনজি

দুর্গাপুর: নিসান মোটর ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড আজ অল-নিউ নিসান গ্র্যাভাইট-এর জন্য সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত সিএনজি রেট্রোফিটমেন্ট কিট লঞ্চের কথা ঘোষণা করেছে। এতে রয়েছে একটি অভিনব এবং সেগমেন্টে প্রথম স্মার্ট টুইন-সিলিন্ডার প্রযুক্তি, যা গাড়িটির সম্পূর্ণ ৭-সিটার মডুলারিটি এবং উপযোগিতা বজায় রাখে। ১৬টি রাজ্য জুড়ে ৮২,৯৯৯/- টাকার একটি ইন্ট্রোডাক্টরি মূল্যে উপলব্ধ হবে এই গ্র্যাভাইট সিএনজি।

গ্র্যাভাইট সিএনজি “স্মার্ট পাওয়ারের সঙ্গে স্মার্ট সেভিংস”-এর মিল ঘটায়, যা এর আনন্দদায়ক মডুলারিটি, আরাম এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগিতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেই প্রতি কিলোমিটারে উল্লেখযোগ্যভাবে কম রানিং কস্ট দেয়। নিসানের অনুমোদিত ডিলারদের মাধ্যমে এই সিএনজি কিট ইনস্টলেশনের অর্ডার দেওয়া যাবে। একটি থার্ড-পার্টি সরবরাহকারীর মাধ্যমে কিটের যন্ত্রাংশগুলির উপর ৩ বছর / ১,০০,০০০ কিমি-এর ওয়ারেন্টিও অফার করা হচ্ছে।

নিসান এবং ইনফিনিটি-র মিডল ইস্ট, কেএসএ, সিআইএস এবং ইন্ডিয়ার ডিভিসনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং প্রেসিডেন্ট মি. থিয়েরি সাবাঘ বলেন, “নিসানের কাছে ভারত একটি স্ট্র্যাটেজিক মার্কেট। আমরা প্রধান সিএনজি বাজারগুলিতে গ্রাহকদের কাছে একটি প্রমাণিত ও ব্যবহারিক সমাধান পৌঁছে দিচ্ছি যারা পরিবারের জন্য জায়গা, দৈনন্দিন যাতায়াত এবং কম রানিং কস্টের সংমিশ্রণ খুঁজছেন।” নিসান মোটর ইন্ডিয়ার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি. সৌরভ ভাৎস বলেন, “গ্রাহকদের কাছ থেকে ম্যাগনাইট সিএনজি-র জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার পর, আমরা এখন অল-নিউ নিসান গ্র্যাভাইটের জন্য এই সেগমেন্টে প্রথম টুইন-সিলিন্ডার সমাধান লঞ্চ করতে পেরে আনন্দিত।”

এতে রয়েছে সিকোয়েন্সিয়াল BS6.2 কমপ্লায়েন্ট সিএনজি কিট, একটি ICAT-অনুমোদিত সিস্টেম, ৮.১ মিমি পুরু হেভি-ডিউটি সিলিন্ডার এবং লেটেস্ট ডায়নামিক অ্যাডভান্সার টেকনোলজি। এটি পেট্রোল ও সিএনজি-র মধ্যে নির্বিঘ্নে স্যুইচ করার সুবিধাও দেয়।

অল-নিউ নিসান গ্র্যাভাইট সিএনজি পেট্রোলের তুলনায় উল্লেখযোগ্য সাশ্রয় অফার করে। এটি বিশেষ করে হাই-ট্রাফিক পরিস্থিতি এবং শহুরে পরিবেশে পরিচ্ছন্ন বাতাস এবং আরও টেকসই গতিশীলতার বিকল্পে অবদান রাখে - যা পরিবারগুলিকে সুবিধার সঙ্গে আপস না করেই একটি দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। অল-নিউ নিসান গ্র্যাভাইট সিএনজি রেট্রোফিটমেন্ট কিটটি এখন নিসানের অনুমোদিত ডিলার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ১৬টি রাজ্য জুড়ে পাওয়া যাবে।

আন্তর্জাতিক অম্পিয়াড-এ হুগলির পড়ুয়াদের চমকপ্রদ ফল

হুগলি: ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে সায়েন্স অলিম্পিয়াড ফাউন্ডেশন (SOF)-এর পরীক্ষায় ৭২টি দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর পাশাপাশি হুগলি ২৯ হাজারেরও বেশি পড়ুয়া অংশগ্রহণ করে অসাধারণ সাফল্য অর্জনের মধ্য দিয়ে জেলার মুখ উজ্জ্বল করলো।

সেরা পারফর্মারদের মধ্যে বিকাশ ভারতী ব্লুমস ডে স্কুল-এর দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র অর্শভ সামন্ত আন্তর্জাতিক ম্যাথেমেটিক্স অলিম্পিয়াড (IMO)-এ এবং সারদা বিদ্যাপীঠ-এর চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র সৌরাশিষ রায় আন্তর্জাতিক কম্পিউটার সায়েন্স অলিম্পিয়াড (ICSO)-এ আন্তর্জাতিক স্তরে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক জিতেছে।

এছাড়া, বিড়লা ওপেন মাইন্ডস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল-এর দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র দিয়ান দাস আন্তর্জাতিক জেনারেল নলেজ অলিম্পিয়াড (IGKO)-এ আন্তর্জাতিক স্তরে তৃতীয় স্থান অর্জন করে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। এই অসামান্য সাফল্যের জন্য তাদের ‘CERTIFICATE OF OUTSTANDING PERFORMANCE’ প্রদান করা হয়। এই সাফল্য সম্পর্কে SOF-এর প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর মহাবীর সিং বলেন, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের SOF অলিম্পিয়াড তরুণ মেধাকে উৎকর্ষের পথে এগিয়ে যেতে এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করছে হুগলির পড়ুয়াদের।

মিন্ত্রা নিয়ে এলো ২৪তম ‘এন্ড অফ রিজন সেল’

মুম্বাই: ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম মিন্ত্রা নিয়ে আসছে তাদের বহু প্রতীক্ষিত ‘এন্ড অফ রিজন সেল’-এর ২৪তম এডিশন। আগামী ২৯ মে থেকে শুরু হতে যাওয়া এই মেগা সেলে থাকছে ফ্যাশন, বিউটি ও লাইফস্টাইলের ৬০ লক্ষেরও বেশি ট্রেন্ডি কালেকশন।

গ্রাহকরা ২৮ মে থেকেই ‘ভিআইপি অ্যাক্সেস’-এর মাধ্যমে এই সেলে কেনাকাটার সুযোগ পাবেন। এবছরের সেলে ১৫,০০০ উদীয়মান ব্র্যান্ডের প্রায় ১৩ লক্ষ স্টাইলিং অপশন থাকছে, যার মধ্যে ৫,০০০ ব্র্যান্ড এবারই প্রথম ডেবিউ করছে। এছাড়া ১০০টিরও বেশি নতুন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় ব্র্যান্ড লঞ্চ করা হচ্ছে। জেন-জি গ্রাহকদের জন্য মিন্ত্রা ‘FWD’ প্ল্যাটফর্মে থাকছে ৭ লক্ষেরও বেশি ট্রেন্ডি পোশাক। এছাড়া ‘MYNTRA BEAUTY’-তে থাকছে ২.২৫ লক্ষেরও বেশি বিউটি ও স্কিনকেয়ার প্রোডাক্ট, যেখানে এআই স্কিন অ্যানালাইজার এবং ভার্চুয়াল ট্রাই-অন-এর মতো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাবে। কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই ও বেঙ্গালুরুসহ দেশের ১১টি প্রধান শহরে মাত্র ৩০ মিনিটে ডেলিভারি সুবিধা দিতে কাজ করবে মিন্ত্রা-র ‘M-NOW’ সার্ভিস। HDFC, SBI এবং ফ্লিপকার্ট অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ডে থাকছে ১০% পর্যন্ত তাৎক্ষণিক ছাড়।

এছাড়াও মিন্ত্রা-র নিজস্ব ইনফ্লুয়েন্সার নেটওয়ার্ক ‘ULTIMATE GLAM CLAN’-এর ৬০ লক্ষেরও বেশি ক্রিয়েটর গ্রাহকদের ফ্যাশন ও স্টাইলিং টিপস দিয়ে সাহায্য করবেন। মিন্ত্রা-র রেভিনিউ ও ক্যাটাগরি প্রধান রিতেশ মিশ্র জানান, EORS কেবল একটি শপিং ইভেন্ট নয়, এটি ভারতের ডিজিটাল কমার্স ব্যবস্থার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর অন্যতম বড় মাধ্যম।

গেমিফায়েড অভিজ্ঞতা দিতে নতুন রূপে শপসি

কলকাতা: ভারতের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল হাইপারভ্যালু ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ‘শপসি বাই ফ্লিপকার্ট’ আজ তাদের নতুন এআই-চালিত অ্যাপ লঞ্চের কথা ঘোষণা করেছে। প্ল্যাটফর্মটি অফার-ভিত্তিক শপিং ডেস্টিনেশন থেকে আকর্ষণীয় ও গেমিফায়েড অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়েছে। বেইন অ্যান্ড কোম্পানির ‘হাউ ইন্ডিয়া শপস অনলাইন ২০২৬’ রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে নতুন ক্রেতাদের ৬৫% আসছে টিয়ার ২+ শহর থেকে এবং অনলাইন ক্রেতাদের প্রায় অর্ধেকই জেন জি।

নতুন শপসি অ্যাপটি সামাজিক আবিষ্কার, ভিডিও-ভিত্তিক পণ্য অভিজ্ঞতা, এআই-চালিত পারসোনালাইজেশন এবং রিওয়ার্ডের মেলবন্ধনে তৈরি করা হয়েছে। ফ্লিপকার্টের চিফ টেকনোলজি অ্যান্ড প্রোডাক্ট অফিসার বালাজি থিয়াগারাজন বলেন, “জেন জি-রা ভারতের ই-রিটেল বাজারের ৪০-৪৫% দখল করে রয়েছে। শপসির নতুন এআই প্রযুক্তি আঞ্চলিক ও ভিন্ন সংস্কৃতির ক্রেতাদের ব্রাউজিং প্যাটার্ন বুঝে গ্রাহকদের একটি আধুনিক শপিং অভিজ্ঞতা দেবে।”

এই অ্যাপের মূল আকর্ষণ হলো এর গেম-লেড কমার্স বা গেম-ভিত্তিক বাণিজ্য। অ্যাপ লগইন বা বিভিন্ন গেম খেলার মাধ্যমে ক্রেতারা ‘সুপারকয়েন’ জিততে পারবেন, যা কেনাকাটার সময় পণ্যের দাম কমাতে ব্যবহার করা যাবে। ফ্লিপকার্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সাকায়েত চৌধুরী জানান, এই গেম-ভিত্তিক ইকোসিস্টেম প্রতিটি ইন্টারঅ্যাকশনকে ফলপ্রসূ ও আকর্ষণীয় করে তুলবে।

পাশাপাশি, এটি ভারতের বিক্রেতা ও এমএসএমই ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করবে। ভিডিও ক্যাটালগ ও এআই টুলের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বেশি ভিজিবিলিটি পাবেন। জিরো-কমিশন প্ল্যাটফর্ম হওয়ায় এবং সরাসরি প্রস্তুতকারকদের থেকে পণ্য সোর্স করার কারণে শপসি অত্যন্ত কম্পিটিটিভ মূল্যে গুণগত পণ্য সরবরাহ বজায় রাখবে।

ড্রিম টেকনোলজির গ্লোবাল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর রোনাল্ডো

কলকাতা: স্মার্ট হোম অ্যাপ্লায়েন্স খাতের শীর্ষস্থানীয় গ্লোবাল ব্র্যান্ড 'ড্রিম টেকনোলজি' ফুটবল জগতের কিংবদন্তি খেলোয়াড় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক গ্লোবাল পার্টনারশিপের কথা ঘোষণা করেছে। এই চুক্তিটি ড্রিম-এর আন্তর্জাতিক যাত্রায় একটি বড় মাইলফলক, যা বিশ্বসেরা ক্রীড়াবিদদের শৃঙ্খলা এবং ব্র্যান্ডটির প্রযুক্তিগত অথেনটিসিটির মেলবন্ধন ঘটিয়েছে।

হাই-স্পিড মোটর প্রযুক্তি এবং এআই চালিত সিস্টেমে ধারাবাহিক সাফল্যের পর, এই চুক্তিটি ড্রিম-এর গ্লোবাল অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে। এই যৌথ প্রয়াসের মূল ভিত্তি হলো পারফরম্যান্সের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সীমানাহীন পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি। রোনাল্ডো বলেন, "আমি সবসময় এমন পার্টনার খুঁজি যারা কঠোর পরিশ্রম ও শ্রেষ্ঠত্বের মূল্য বোঝে। ড্রিম এমন একটি ব্র্যান্ড যা উদ্ভাবনী প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের জীবনকে সহজ ও উন্নত করে। আমি এই পরিবারের অংশ হতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত।"

এই সহযোগিতার মূল মন্ত্র হলো 'ড্রিম টু উইন', যা একটি বিজয়ী মানসিকতা এবং উন্নত প্রযুক্তির সমন্বয়ে স্মার্ট লিভিংকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে। ড্রিম-এর গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট কলম চ্যাং জানান, এটি কেবল স্পনসরশিপ নয়, বরং একটি শক্তিশালী কৌশলগত জোট। ড্রিম টেকনোলজি ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মনু শর্মা যোগ করেন, "শৃঙ্খলা এবং প্রযুক্তির মেলবন্ধনে জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই আমাদের লক্ষ্য।"

এই চুক্তির অধীনে রোনাল্ডো ড্রিম-এর স্মার্ট ইকোসিস্টেমের প্রচার করবেন, যার মধ্যে রয়েছে, ইনডোর ও আউটডোর স্মার্ট ক্লিনিং, স্মার্ট মেজার অ্যাপ্লায়েন্সেস, পার্সোনাল কেয়ার প্রোডাক্ট, স্মল কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: HTTPS://IN.DREAMETECH.COM/

প্রিমিয়াম স্মার্টফোনের বাজারে শীর্ষে মোটোরোলা

আসানসোল: ২০২৬ সালের প্রথমভাগেই ভারতে প্রিমিয়াম স্মার্টফোন বাজারে দেশের শীর্ষ পাঁচ স্মার্টফোন ব্র্যান্ডের তালিকায় উঠে এসেছে মোটোরোলা। সাম্প্রতিক আইডিসি ওয়ার্ল্ডওয়াইড কোয়ার্টারলি মোবাইল ফোন ট্র্যাকার রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে। ২০২৪ সালের প্রথম প্রান্তিকে নবম স্থানে থাকা মোটোরোলা ২০২৬ সালের প্রথম ভাগে পঞ্চম স্থানে পৌঁছেছে, যা গত দুই বছরে ভারতীয় স্মার্টফোন বাজারে অন্যতম দ্রুততম বৃদ্ধির নজির। একই সঙ্গে কোম্পানির বাজার অংশীদারিত্বও বেড়ে ২০২৪ সালের প্রথম প্রান্তিকের ৪.৬ শতাংশ থেকে ২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিকে ৮.৯ শতাংশে পৌঁছেছে। ২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকে এই হার ছিল ৭.৫ শতাংশ।

কোম্পানির মোটোজি, মোটোরোলা এজ, রেজর এবং সদ্য চালু হওয়া মোটোরোলা সিগনেচার সিরিজ-এর বিস্তৃত মোটোরোলার পোর্টফোলিও এই বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। মোটোরোলা জানিয়েছে, প্রিমিয়াম ডিজাইন, এআই-চালিত ইমেজিং, উন্নত ডিসপ্লে প্রযুক্তি এবং অত্যাধুনিক ক্যামেরা সিস্টেম তাদের বাজারে অবস্থান আরও মজবুত করেছে।

এছাড়াও কোম্পানি প্যান্টোন, সোভারোভস্কি, বোস, করনিংএবং ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ২০২৬-এর মতো ব্র্যান্ড ও প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে প্রিমিয়াম অংশীদারিত্বের কথাও উল্লেখ করেছে।

মোটোরোলা ইন্ডিয়া-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর টিএম নরসিমহান বলেন, সংস্থার এই বৃদ্ধি গ্রাহকদের আস্থা এবং প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। তিনি জানান, প্যান্টোন,বোস ও সনি-র মতো ব্র্যান্ডের সঙ্গে অংশীদারিত্ব এবং এআই-ভিত্তিক উদ্ভাবন ভারতে মোটোরোলা-র আকর্ষণ আরও বাড়াচ্ছে। কোম্পানির দাবী, গুগলজেমিনি, মাইক্রোসফট কোপাইলট এবং পারপ্লেক্সিটির এআই-এর সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের এআই ইকোসিস্টেম আরও শক্তিশালী হয়েছে, যার ফলে গ্রাহকেরা আরও ব্যক্তিগতকৃত ও উৎপাদনশীল অভিজ্ঞতা পাচ্ছেন।

অর্থবছর ২০২৬-এ টিসিআই-এর মুনাফায় শক্তিশালী বৃদ্ধি

কলকাতা: ভারতের শীর্ষস্থানীয় ইন্টিগ্রেটেড ভার্সেটাইল লজিস্টিকস এবং ডেলিভারি চেইন সংস্থা, ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (টিসিআই), ৩১ মার্চ, ২০২৬-এ শেষ হওয়া চতুর্থ কোয়ার্টার এবং সম্পূর্ণ অর্থবছরের জন্য তাদের শক্তিশালী আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করেছে। ধারাবাহিক কার্যক্রম সম্পাদন এবং সুশৃঙ্খল পরিচালনার ওপর ভর করে, কোম্পানিটি তাদের বৈচিত্র্যময় ব্যবসায়িক পোর্টফোলিও জুড়ে এক দুর্দান্ত ফল করে চলেছে। সম্পূর্ণ অর্থবছরের (১২ মাস/FY2026) জন্য, টিসিআই ৪,৯৬৫ কোটি টাকার কনসোলিডেটেড রেভেনিউ অর্জন করেছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৪,৫৩৮ কোটি টাকার তুলনায় ৯.৪% প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে। এই ১২ মাসের

সময়কালে কনসোলিডেটেড ইবিআইটিডিএ ৮.৯% বৃদ্ধি পেয়ে ৬৫০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে; অন্যদিকে, কর-পরবর্তী সমন্বিত মুনাফা ১০.৬% বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা FY2025-এর ৪১৬ কোটি টাকা থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

চূড়ান্ত কোয়ার্টারের ফলাফলে, টিসিআই ১,৩৩৬ কোটি টাকার কনসোলিডেটেড রাজস্বের কথা জানিয়েছে, যা গত বছরের একই কোয়ার্টারে অর্জিত ১,১৯৭ কোটি টাকার তুলনায় ১১.৬% বৃদ্ধি নির্দেশ করে। এই প্রান্তিকের সমন্বিত ইবিআইটিডিএ দাঁড়িয়েছে ১৭৪ কোটি টাকায়, যা ৭.৪% প্রবৃদ্ধি প্রতিফলিত করে; অন্যদিকে, সমন্বিত PAT ৮.৭% বৃদ্ধি পেয়ে ১২৫ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

কোম্পানির এই সামগ্রিক পারফরম্যান্স সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে টিসিআই-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিঃ বিনীত আগরওয়াল, গুদামজাতকরণ, বহুমুখী পণ্য পরিবহন, থার্ড-পার্টি লজিস্টিকস, কোল্ড চেইন এবং এফএমসিজি, ই-কমার্স ও নবায়নযোগ্য শক্তি খাতের মতো শিল্পগুলোর জন্য বিশেষায়িত লজিস্টিকস পরিষেবার অগ্রগতির বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন।

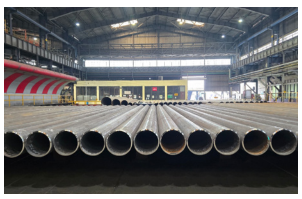

ওয়েল্ডেড পাইপ উৎপাদনে আর্সেলরমিত্তাল নিপ্পন

কলকাতা: বিশ্বের প্রথম ইস্পাত সংস্থা হিসেবে সামুদ্রিক প্রকৌশল প্রকল্পে ব্যবহৃত সর্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন EQ70 গ্রেডের ওয়েল্ডেড পাইপ তৈরি করলো আর্সেলরমিত্তাল নিপ্পন স্টিল ইন্ডিয়া। এই পাইপ আমেরিকান ব্যুরো অফ শিপিং-এর শংসাপত্র পেয়েছে, যা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী প্রযুক্তিগত গুণমান যাচাই করে। ইউরোপ থেকে আমদানি করা সীমলেস পাইপের বদলে এখন দেশেই তৈরি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ওয়েল্ডেড পাইপ ব্যবহার করা যাবে, যা তেল-গ্যাস প্ল্যাটফর্ম, অফশোর উইন্ড স্ট্রাকচার ও গভীর সমুদ্রের পাইপলাইনে কাজে লাগবে। এই উদ্যোগ 'আত্মনির্ভর ভারত' ও 'বিকশিত ভারত' কর্মসূচিকে শক্তিশালী করেছে। 'Smarter Steels, Brighter Futures' প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, এই সাফল্য ভারতের ইস্পাত শিল্পকে আরও শক্তিশালী করেছে।

API 5L X100Q মানের সমতুল্য EQ70 গ্রেড হল উচ্চ-শক্তির লো-অ্যালয় ইস্পাত, যার ন্যূনতম প্রবাহ সীমা ৬৯০ MPa। এটি জ্যাক-আপ রিগ, গভীর সমুদ্রের পাইপলাইন সহ সমুদ্র উপকূল সংলগ্ন কাজে ব্যবহারের উপযোগী। এর শক্তির কারণে পাতলা ও হালকা পাইপ তৈরি করা সম্ভব হলেও কাঠামোগত দৃঢ়তা বজায় থাকে। পাশাপাশি উন্নত ওয়েল্ডিং ক্ষমতা ও ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা কঠিন সামুদ্রিক পরিবেশেও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে। গুজরাটের হাজিরায় SAW প্রযুক্তিতে ABS EQ70 গ্রেড প্লেট থেকে সফলভাবে ওয়েল্ডেড পাইপ তৈরি করা হয়েছে। যা উপকূলীয় প্রকল্পের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

বোস ইনস্টিটিউটের সমীক্ষায় 'সুন্দরবন দূষণের' প্রমাণ

কলকাতা: বোস ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক অভিজিৎ চ্যাটার্জী ও গবেষক সৌমেন রাউলের নেতৃত্বে পরিচালিত ২৫ বছরের এক স্যাটেলাইট সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশে পুরো সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমির মধ্যে সর্বোচ্চ পিএম (PM) দূষণপ্রবণ এলাকা। ২০২০-২০২৪ সালের মধ্যে এই কার্বন দূষণ পুরো পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে।

গবেষকদের মতে, শিল্প বা গাড়ির চেয়ে গ্রামীণ এলাকায় বায়োমাস যেমন কাঠ, ঘুঁটে এবং শহরাঞ্চলে আবর্জনা পোড়ানোই এই দূষণের প্রধান কারণ। 'ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার প্রোগ্রাম' বা এনসিএপি চালুর পর রাজ্যে কিছুটা উন্নতি হলেও বায়োমাস দূষণ কমেনি। ফলে পশ্চিমবঙ্গ এখনও কার্বন কণার প্রধান হটস্পট। এই দূষিত বাতাস শুধু স্থানীয় এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, বরং ট্রাজেক্টরি মডেলিং অনুযায়ী তা পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল পূর্ব হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলেও পৌঁছে যাচ্ছে।

সমীক্ষায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যা, নদীভাঙন ও জীবিকা সংকটে থাকা সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ অঞ্চলকে অবিলম্বে ভারতের পরিচ্ছন্ন বায়ু নীতির আওতাভুক্ত করার জন্য জোরালোভাবে সুপারিশ করা হয়েছে। দূষণ ও বাতাসের নিম্নমান সুন্দরবনের টিকে থাকার ক্ষমতাকে আরও কমিয়ে দিচ্ছে। বর্তমান এনসিএপি কর্মসূচিটি মূলত শহরকেন্দ্রিক। কিন্তু তথ্য বলছে, গ্রামীণ ভারতের বায়ু দূষণ শহরের মতোই বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরও বেশি মারাত্মক। তাই গবেষকেরা 'NCAP 2.0'-তে সুন্দরবন, উত্তর-পূর্ব ভারত এবং হিমালয়ের মতো গ্রামীণ ও পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। গবেষণাটি 'অ্যাটমোস্ফেরিক এনভায়রনমেন্ট' জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াড-এ সাফল্যের নজিরে কলকাতা

কলকাতা: ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে সায়েন্স অলিম্পিয়াড ফাউন্ডেশন (SOF)-এর পরীক্ষায় ৭২টি দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর পাশাপাশি কলকাতা থেকে ১ লক্ষেরও বেশি পড়ুয়া অংশগ্রহণ করে আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে মুখ উজ্জ্বল করলো শহরের কলকাতার।

বি.ডি.এম. ইন্টারন্যাশনাল (CB-SE)-এর দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র সব্যসাচী লস্কর ন্যাশনাল সায়েন্স অলিম্পিয়াড (NSO)-এ এবং জি.ডি. বিড়লা সেন্টার ফোর এডুকেশন-এর দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী রাজনন্দিনী চট্টোপাধ্যায় ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ অলিম্পিয়াড (IEO)-এ আন্তর্জাতিক স্তরে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক জিতেছে। এছাড়া, দিল্লী পাবলিক স্কুল মেগাসিটি-এর পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী সমারা সিনহা NSO-এ আন্তর্জাতিক স্তরে তৃতীয় স্থান অর্জন করে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে।

সকল পড়ুয়াকেই নয়াদিল্লীর ডঃ আম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে অনুষ্ঠিত ২৮তম SOF আন্তর্জাতিক বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে 'CERTIFICATE OF OUTSTAND-ING PERFORMANCE' প্রদান করা হয়। সায়েন্স অলিম্পিয়াড ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর মহাবীর সিং বলেন, SOF বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াড পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের ধারণাগত জ্ঞান, বিশ্লেষণী দক্ষতা এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা যাচাইয়ের আন্তর্জাতিক মঞ্চ প্রদান করে।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াড-এ সাফল্য দুর্গাপুরে

দুর্গাপুর: ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে সায়েন্স অলিম্পিয়াড ফাউন্ডেশন (SOF)-এর পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করে শহরের মুখ উজ্জ্বল করলো দুর্গাপুরের পড়ুয়ারা। ডি.এ.ভি. মডেল স্কুল, দুর্গাপুর-এর দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র ইভান ব্যানার্জী ন্যাশনাল সায়েন্স অলিম্পিয়াড (NSO)-এ আন্তর্জাতিক স্তরে প্রথম স্থান অর্জন করে স্বর্ণপদক জিতেছে। হেম শীলা মডেল স্কুল-এর ঈশান মন্ডল আন্তর্জাতিক ম্যাথেমেটিক্স অলিম্পিয়াড (IMO)-এ প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পেয়েছে। ডি.এ.ভি. মডেল স্কুল-এর প্রিয়াঙ্ক গোরাই ন্যাশনাল সায়েন্স অলিম্পিয়াডে আন্তর্জাতিক স্তরে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। সকল পড়ুয়াকেই তাদের এই সাফল্যের জন্য পদক ও 'CER-TIFICATE OF OUTSTANDING PERFORMANCE' প্রদান করা হয়।

SOF-এর প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর মহাবীর সিং বলেন, "দুর্গাপুরের পড়ুয়াদের এই সাফল্য তাঁদের নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং বিদ্যালয়গুলির শক্তিশালী শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিফলন।"

এসআইটি-র সঙ্গে টয়োটার-এর সিএসআর উদ্যোগ

শিলিগুড়ি: টয়োটা কির্লোস্কার মোটর সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে তাদের 'টয়োটা টেকনিক্যাল এডুকেশন প্রোগ্রাম' (টি-টিইপি) চালুর কথা ঘোষণা করেছে।

টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী সত্যম রায় চৌধুরী, ডিরেক্টর জয়দীপ গুহ, শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির প্রিন্সিপাল ড. অনিন্দ্য বসু এবং টয়োটা কির্লোস্কার মোটরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এই প্রোগ্রামটি চালু হয়। টি-টিইপি সেন্টারে সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল এবং কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং, এই তিনটি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যার বার্ষিক ছাত্রগ্রহণ ক্ষমতা ১৮০ জন।

চূড়ান্ত বর্ষের আইটিআই এবং ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি এই এক বছরের প্রোগ্রামে ক্লাসরুম শিক্ষার পাশাপাশি টয়োটার অনুমোদিত ডিলারশিপে অন-দ্য-জব ট্রেনিংয়ের সুযোগ থাকবে। শিক্ষার্থীদের অটোমোটিভ শিল্পের উপযোগী প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং 'বডি ও মাইন্ড' মডিউলের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রের শৃঙ্খলা ও দলগত কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই উদ্যোগটি ভারত সরকারের 'স্কিল ইন্ডিয়া মিশন'-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের এমডি শ্রী সত্যম রায় চৌধুরী টয়োটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "এই আধুনিক ওয়ার্কশপ শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ও প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে দারুণ সাহায্য করবে।"

কাঁচা ছোলার সঙ্গে মিশিয়ে নিন এই খাবার, মিলবে ভরপুর পুষ্টি

সকালে ছোলা খান অনেকেই। এতে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন, খনিজ, ফাইবার এবং প্রোটিন। রক্তাল্পতা দূর করতে, রক্তে থাকা খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এমনকি ওজন কমানোর ক্ষেত্রেও অত্যন্ত উপকারী ছোলা। তবে ছোলার সঙ্গে কয়েকটি খাবার মিশিয়ে খেতে পারেন। এই ধরনের খাবার প্রোটিনের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি হজমশক্তি বাড়ায়, বিপাকক্রিয়ার উন্নতি ঘটায়, উৎসেচকের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রইল সন্ধান।

অঙ্কুরিত মুগ: কাঁচা ছোলা এবং অঙ্কুরিত মুগের মিশ্রণে তৈরি স্ন্যাকসটি খুবই উপকারী। সামান্য লেবুর রস, পেঁয়াজ কুচি, বিটনুন, টমেটো কুচি ও ধনেপাতা ছড়িয়ে খেলে এর স্বাদ আরও জমে উঠবে। শুধু স্বাদ নয়, প্রোটিনেও ভরপুর এই স্ন্যাকস। এতে থাকা প্রচুর প্রোটিন ও ফাইবার শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

পনির: পনিরে প্রতি ১০০ গ্রামে প্রায় ১৪-১৮ গ্রাম প্রোটিন থাকে। ছোলা ও পনির একসঙ্গে খেলে প্রোটিনের ঘাটতি নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। এছাড়া ছোলার স্যালাডে পনিরের টুকরো যোগ করলে স্বাদও আরও বেড়ে যায়।

কিনোয়া: অন্যান্য অনেক দানাশস্যের তুলনায় কিনোয়ায় প্রোটিনের পরিমাণ বেশি থাকে। এছাড়াও কিনোয়া একটু নরম হয় আর ছোলা হয় একটু শক্ত। ফলে একসঙ্গে খেতে এটি আরও সুস্বাদু লাগে। এর সঙ্গে কাটা সবজি, সামান্য মশলা এবং লেবুর রস মিশিয়ে নিলে সহজেই একটি স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু স্যালাড তৈরি করা যায়। এতে পেটও ভরবে, আবার পুষ্টিও মিলবে।

চিনেবাদাম: চিনেবাদাম প্রোটিন ও স্বাস্থ্যকর ফ্যাটের ভালো উৎস। ছোলার সঙ্গে মিশে গেলে এটি আরও পুষ্টিকর হয়ে ওঠে। কেউ মুড়ির সঙ্গে চিনেবাদাম ও ছোলা খান, কেউ স্যালাডে বা চাট হিসেবে ব্যবহার করেন। এই দুটি খাবার একসঙ্গে খেলে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের একটি শক্তিশালী উৎস পাওয়া যায়, যা পেশি গঠনে সাহায্য করে।

মিলেট: মিলেট যেমন জোয়ার, রাগি ও বাজরা প্রোটিনের ভালো উদ্ভিজ্জ উৎস। এগুলির সঙ্গে কাঁচা ছোলা মিশিয়ে খেলে শরীরের প্রোটিনের ঘাটতি পূরণ হতে পারে। পাশাপাশি এগুলি পুষ্টিগুণও বাড়াতে সাহায্য করে।

অ্যান্টি-এজিং থেরাপি কেন ঝুঁকিপূর্ণ?

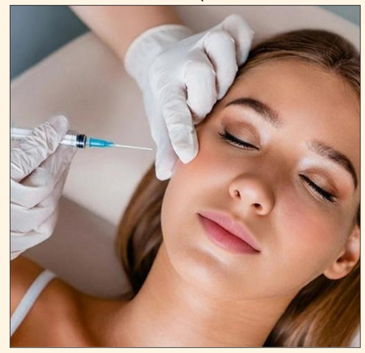

চেহারায় বয়সের ছাপ পড়ুক, এটা এখন আর অনেকেই মেনে নিতে চান না। বয়স বাড়লেও ত্বকে যেন কুঁচকানো বা বলিরেখার চিহ্ন না থাকে, সেই চেষ্টাই চলছে জোরকদমে। বর্তমানে অনেকেই টানটান ও উজ্জ্বল ত্বক পেতে বিভিন্ন অ্যান্টি-এজিং থেরাপির দিকে ঝুঁকছেন। বোটক্স, গ্লুটাথিয়োন থেরাপি কিংবা পেপটাইড ইনজেকশনের মতো ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে ত্বকের বয়স কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু সম্প্রতি এসব পদ্ধতি নিয়ে সতর্কতা জারি করেছে কেন্দ্রীয় ড্রাগ নিয়ামক সংস্থা সিডিএসসিও।

সংস্থার মতে, অনুমোদনহীন বিউটি ক্লিনিকে যত্রতত্র ইনজেকশন দিয়ে ত্বকের সৌন্দর্য বাড়ানোর নামে যেসব চিকিৎসা করা হচ্ছে, তা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এসব ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে ক্ষতিকর রাসায়নিক প্রবেশ করে সাময়িকভাবে ত্বক উজ্জ্বল দেখালেও তা লিভার, কিডনি ও অন্যান্য অঙ্গের ক্ষতির কারণ হতে পারে। এছাড়া ইনজেকশন দিলেই যে অল্প বয়স্ক দেখাবে বা ত্বক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, এই ধারণা সঠিক নয়।

তাই এ ধরনের বিউটি ট্রিটমেন্ট নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। অনুমোদনহীন ক্লিনিকে এসব প্রক্রিয়া করালে তা শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

গরমে শরীর ঠান্ডা রাখতে খাদ্যতালিকায় রাখুন এই কয়েকটি খাবার

গরমে ঘাম আর ক্লান্তিতে শরীর একেবারে নিস্তেজ হয়ে পরে। শরীরকে সুস্থ, সতেজ ও হাইড্রেটেড রাখতে খাওয়াদাওয়ায় জোর দেওয়া হয়ে যায় জরুরি। এই সময়ে এমন খাবার বেছে নেওয়া উচিত যা শরীরকে ঠান্ডা রাখবে এবং পুষ্টিও জোগাবে। গরমে প্রাকৃতিকভাবে শরীর ঠান্ডা রাখতে দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় রাখতে পারেন এই খাবারগুলি।

তরমুজ: তরমুজে প্রায় ৯২% জল রয়েছে। শরীরকে দ্রুত আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে এই ফল। তরমুজে থাকা লাইকোপেন ও প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রোলাইট শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের করতে সাহায্য করে এবং ত্বককে সূর্যের ক্ষতি থেকে সুরক্ষা দেয়। এছাড়া এর প্রাকৃতিক শর্করা শক্তি জোগায় ও শরীরকে সতেজ রাখে।

ডাব: পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়ামে ভরপুর ডাবের জল একটি প্রাকৃতিক মিষ্টি পানীয়। এটি শরীরের ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখে, ক্লান্তি কমায় এবং হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়। পাশাপাশি এর প্রাকৃতিক এনজাইম শরীরকে ভেতর থেকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে।

শসা: শসা অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও আঁশসমৃদ্ধ একটি খাবার। এতে মোট জলের পরিমাণ প্রায় ৯৫%। শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে শসা খুবই উপকারী। এটি হজম প্রক্রিয়া সহজ করে এবং টক্সিন বের করতে সাহায্য করে। শসার উচ্চ জলীয় উপাদান ও সিলিকন রক্তকে স্বাভাবিকভাবে ঠান্ডা রাখে। এতে উচ্চমাত্রায় ফাইবারও রয়েছে, যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে। এতে ক্যালোরির পরিমাণও কম। শুধু তাই নয়, দিনের শেষে চোখের ক্লান্তি দূর করতে শসা পাতলা করে কেটে কিছুক্ষণ চোখের ওপর রাখলে আরাম পাবেন।

দই: প্রোবায়োটিকসমৃদ্ধ দই হজমশক্তি বাড়ায় এবং শরীর ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। লস্যি বা ঘোল হিসেবে এটি গরমে বিশেষ উপকারী। অতিরিক্ত ঘামে ফলে শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া খনিজ পদার্থ পূরণ করতেও দই কার্যকর।

কলা: কলায় থাকা পটাসিয়াম, ফাইবার ও ম্যাগনেসিয়াম শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। অন্যান্য ফলের তুলনায় কলায় অ্যাসিডের পরিমাণ কম থাকে। তাই গরমে যারা অ্যাসিডিটি, মাইগ্রেন বা পেশীতে টান পড়ার সমস্যায় ভোগেন, তাদের জন্য কলা খুবই উপকারী। কলায় থাকা ফাইবার ও শর্করা বিপাক প্রক্রিয়াকেও সহজ করে।

পুদিনা পাতা: পুদিনা পাতায় থাকে মেন্থল। পানীয়, স্যালাডে পুদিনা ব্যবহার করলে সতেজতা বাড়ে। এছাড়া এটি হজমে সাহায্য করে এবং মুখের দুর্গন্ধও দূর করে।

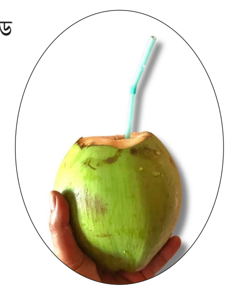

সবজি: অনেকেই গরমে বিশেষ মাছ-মাংস খেতে চান না। কিন্তু প্রোটিন, ভিটামিনের জোগান তো দিতে হবে শরীরকে। লাউ, ঝিঙে, পটল, চিচিঙ্গা, করলা এ ধরনের সবজিতে জলের পরিমাণ বেশি থাকে। এই সবজিগুলি শরীরে জলের ঘাটতি মেটাবে। এছাড়া এগুলি সহজপাচ্য এবং বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রোলাইটসমৃদ্ধ। ফলে অতিরিক্ত ঘামের কারণে যে ইলেকট্রোলাইটের ঘাটতি তৈরি হয়, তা পূরণ করতে সাহায্য করে।

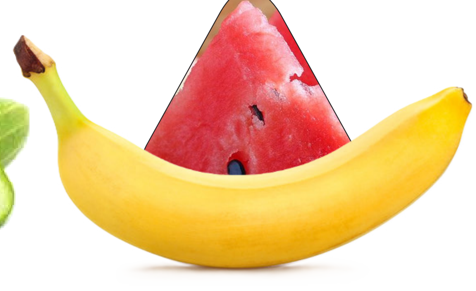

সত্যাঙ্গি

অনির্বাণ বসু

গল্প

সম্মুখে শ্যাওলা পড়া ইটের ফাঁকে ফাঁকে, ফার্ন, অস্তিত্ব অনুসন্ধানী। দেয়ালের মাঝে থ্যাবড়ানো সিমেন্ট এযাবৎ কখনও সব্যসাচীকে তিমিরাচ্ছন্ন করেনি। কিন্তু আজ করেছে। বাইরে কলঘরের পার্শ্ববর্তী দেয়ালটি তদীয় মনস্কতা ব্যক্ত করেছে, সুতরাং সে, অধুনা দেয়ালটিকে সর্ব্বৈব অবলোকন করে এবং তদীয় বাম হাত পরনের গামছাটির গিঁটে অত্যন্ত দরিদ্র। শনৈঃ রান্নাঘরের জানালা ধরে একটি স্বর গঠিত হয়। ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে কি আর আসবে...ও গেছে, আর আসবে না...এই বাক্যে স্যাঁতসেঁতে ইটের প্রতিচ্ছবি সব্যসাচীকে একা করে দেয়।

ল্যাম্পের তারগুলো এখন মহাজাগতিক মাকড়সার জালের মতো বিস্তৃত; প্রাচীরের ওপর থেকে ল্যাম্পপোস্টের মাথা দেখা যায় – যেখানে একটা বড়ো ডায়মন্ড ঘুড়ি আটকে থাকায় বাইরে বাচ্চাদের জটলা। ঘুড়িটির পীত বর্ণে সূর্যের ছটা আতস্তরি, তথাপি সব্যসাচী স্ত্রীর আলুনি কণ্ঠে মূঢ়। ঘুড়িটি মুখ্যত আজকের সূর্যদ্বয় গোপন করেছিল, তদ্ব্যতীত আকাশের কাছে সব্যসাচীর সজল নেত্র উন্মিলিত মুখ আড়াল করেছিল; বীরদর্পে তখন বিদ্যুৎল্যাম্পে, ঘুড়িটির অদৃশ্য সুতো হয়তো হাওয়ায় দোদুল্যমান!

চৌবাচ্চার স্ফটিক জলে, যেই জলে ইট, কাঁকর, ভাস্বর অধুনা একটি চড়ুই পাখি এসে ঠোঁট চুবিয়ে জল খায়। চৌবাচ্চার পাশে যেখানে মেঝের খানিকটা সিমেন্ট ফুঁড়ে ঘাস জন্ম নিয়েছিল, যেখানে মাটি দেখা যায়, সেই জায়গায় একটা মরচে ধরা ধাতুর পুরোনো বালতি রাখা। একসময় এই রৌপ্য রঙের প্রশংসায় তার স্ত্রী পঞ্চমুখ হয়েছিল, এখন এক ডেও পিঁপড়ে তার ওপর ঘোরাফেরা করে।

সব্যসাচী এখন আকাশে, যথাসম্ভব দূরের দিকে চায়, যদি আসে! একমাত্র এই ভাব তাকে তখনও নির্জীব হতে দেয়নি। স্ত্রী তখনও রান্না ঘরে, পুনরায় আওয়াজ দেয়, স্নান করলে না এখনও...এদিকে তরকারি হয়ে এলো...। অন্যদিনে, তার স্ত্রী এই সময় কিন্নরী কণ্ঠে, 'চলো মান গঙ্গা যমুনা তীর', কখনো বা, 'জাগো মোহন প্যারে' গেয়ে থাকে। 'সাবরি সুরত মোরে মন ভাবে'... এই সুর এখন শরতের মেঘ তাম্র করবে এ কথা মনে আসায় তার সহধর্ম্মিণী গান গাইতে পাথর হয়।

সব্যসাচী এখন আপনাকার অঙ্গে শুভ্র, উদ্দীয়মান বিহঙ্গের অপলক ডানার শব্দ অনুবাদ করতে চেয়েছিল। এরূপ মনস্কতায় সে প্রায় শাখার অন্তিম ফল! তার দুঃখ এখন অনাড়ম্বর, কি আশ্চর্যের এই দুঃখ! এখানে যে দুঃখের কোনও গর্ব নেই, অশ্রুর কোনও মহত্ব নেই। রান্নাঘরে মাছের আঁশটে গন্ধ ও বঁটি ধোঁয়া জলের ছ্যাতছ্যাত শব্দ, তদুপরি এক প্রকার ধাতুজনিত আধুনিক শব্দে মীরা (যে আজ গান গায়নি) বাইরে উঠোনের দিকে চেয়েছিল।

চৌবাচ্চার কোনায় বালতিটি উল্টে পড়ে আছে, সব্যসাচীর গাত্র সিক্ত, পরনের গামছা উরুর সঙ্গে লেপ্টে, চুল চুপচুপে, দেহজুড়ে অসংখ্য বিন্দু বিন্দু জলকণা গড়িয়ে পড়ে। বিন্দু থেকে রেখাতে উপনীত হবার এই ক্রম, ভঙ্গি সত্যই সঙ্গীত সমর্পিত; ন্যাস ও ন্যাস ক্রমে মীড় বলে জ্ঞাত হয়। স্বামীর দেহে এহেন রম্য প্রহেলিকা তখনও তার কাছে আকর্ষণীয় বোধ হওয়ায় সে যেন লজ্জিত হল।

ঐ জলবিন্দু নারী চোখে কি মনোহর! রৌদ্রে পিঠ চকচক করছে। এসময় বারান্দায় ঘিয়া রঙের ফ্রক পরিহিত চতুর্দশী বালিকা, নতজানু দুই হাত জড়ো করে প্রার্থনারত। তার ববকাট চুল ফর্সা গালের উপর দাপুটে এবং প্রার্থনা নিমিত্তে হস্ত সংপুট অত্যন্ত কাঁচা, অপটু। যদিও তার মায়ের বিশ্বাস এরূপ নিরীহ প্রার্থনাই ঈশ্বরের প্রিয়। ওঠ ওঠ, ঠাকুরকে বলছিস যখন ঠিক আসবে, যদি আসার হয় ঠিকই আসবে – এই বাক্য খুব রোগা, তবু বালিকার কাছে এক দলা ঘাসের হিলমিল। বালিকা জানে যে, পাখিটি বাবার প্রেমাস্পদ।

রোজ রাত্তিরে কাজ থেকে ফিরে, বাবা পাখিটিকে নিয়ে শিশু হয়। বাবার বাল্যক্রীড়া, আধো আধো কথার স্বর, কি ভালোই না লাগে তার! এখন সে মায়ের কথায় বলল, "মা ঠাকুরকে বললাম আমার পাখিকে এনে দাও ঠাকুর...মা, ঠাকুর শুনবে?" মেয়ের এই প্রশ্নে অদূরে দণ্ডায়মান সব্যসাচীর নাভিশ্বাস অগণিত মৃত্যু সংক্রান্ত দুঃস্বপ্ন অনুধাবনে উদ্বেল। বারান্দার বাইরে আঁতা গাছের কাছে, দেয়ালটিতে একটি পুরোনো সাইকেল ঠেস দিয়ে রাখা। পুরোনো জিনিস কি অপূর্ব! পুরাতন কি অপরূপ! এই সাইকেলটা ধরে মিমি কাতর স্বরে যখন বলে, "মা সাইকেল চালাবো", সব্যসাচী কেমনতর মেঘলা, স্রোতস্বীনী, বহমান শিউলি ফুলরাজি ন্যায় হতে চায়।

এখন বারান্দায় বালিকা ও গৃহবধূকে আশ্চর্য দেখায়। এই আলো ঈশ্বরের দান, এ কথা জানা সত্বে, সব্যসাচী ঐ দৃশ্যে মননিবেশ করেনি। সব্যসাচীর বুকে সিক্ত রোমরাজির দিকে কন্যার দৃষ্টি নিঃক্ষেপ এসময় অযথা নয়। সে মায়ের মুখে শুনেছিল, জানো তো, আমার ঠাকুমা বলতেন...যাদের বুকে পিঠে এরকম লোম থাকে, তাদের দয়ামায়া বেশি...তাদের শরীরে খুব দয়া...। কন্যা অদ্যাবধি জেনে এসেছে তার পিতার দয়ার শরীর। তার পিতা ডিস্কভারি চ্যানেল দেখে না, পান্নালাল ভট্টাচার্য ফাঁসি দিয়েছে এই নিয়ে তার আফসোসের সীমা নেই, কতবার সে কালীকীর্তন শুনতে গিয়ে কেঁদেছে তার অন্ত নেই, আমার মা ত্বং হি তারা, গুনগুন করেছে কতবার, পান্নালালের গভীর কণ্ঠের উল্লেখ করে সেই কণ্ঠনোরূপ দৃষ্টি গভীর করে আকাশে চেয়েছে।

মাকে কতবার বলেছে তুমি তো শ্যামা সঙ্গীত গাইতে পারো... কতবার, 'আমার চেতনা চৈতন্য করে দে মা', মায়ের কাছে এই গান গাওয়ার আবদার করে খাঁচার দিকে আগ্রহী দৃষ্টিতে চেয়েছে। মাকে বলনা ঐ গানটা করতে, এই কথায় চৈতালীর ঘন অরণ্যে কস্তুরী হরিণের মতো পাখিটির চাঞ্চল্য, তদীয় ভাষায়, অনৈসর্গিক, দেখবার মতোন। বাবা যেন পাখিটিকে ঈশ্বরজ্ঞানেই ভালোবাসতে চেয়েছিল। বাবা সত্যিই দয়ালু।

এখন সব্যসাচী সিক্ত গাত্রে, তারের থেকে শুকনা গামছা নিয়ে গা মুছতে মুছতে বারান্দায় পুরুষালি পদচিহ্নে দুঃখ গোপন করতে চেয়েছিল, কিন্তু তার সহধর্মিনী চোয়াল শক্ত করবার অভিপ্রায় বোঝে। সব্যসাচীর টিফিন বাড়তে সময় সে বলে, পাখিটা...মেয়েটার মুখের থেকে কি সুন্দর খেত... কোনও দিন তো ওড়ে না, কিন্তু সেদিন...খাঁচা খুললাম; কেন যে...সব্যসাচীর নিঃশ্বাসে দুর্দান্ত শব্দ হয় ।

নতজানু বব কাট ঐ বালিকার হাঁটুর কাছে খাঁচা অর্থাৎ পাখিটি বসত ইদানীং বৈদিক আকৃতি নিতে তৎপর। একবার বালিকা নিরীক্ষণ করে অতঃপর মীরা তার স্বামীর গাত্রে স্নেহে হাত বুলিয়ে অগণন বৃক্ষপত্র জ্ঞাপন করেছিল। তদীয় বাসন্তী অঞ্চল দিয়ে মীরা একদা সব্যসাচীর মুখ মুছিয়ে দিত; এখন তার স্পর্শে ঐ রূপ ভাবের অভিব্যক্তি স্পষ্ট।

আর্মি জেনারেল স্টোরসের মুখোমুখি একদা এক দুস্থ ব্যক্তির কণ্ঠে সব্যসাচী বেপথু হয়েছিল। মর্টার তৈরীর জন্য পথের মাঝে বালু দিয়ে উঁচু ঘেরা দেওয়া, ঘরের ভেতর কাদা জল, পাশে সিমেন্টের বস্তা, ইটের ছোট ছোট গাদা, বিছানো বালির লেয়ারে পেভার ব্লক, জনৈক শ্রমিক, মাটির ওপর হস্তধৃত কোদাল ঘর্ষণে প্রায় বৈরাগী কণ্ঠের অধিকারী; বললো : আমার বউ তো কেঁদে কেটে একসা এবং ব্যক্তিটি দুঃখ করছিল যে তার পোষা বেড়াল পরশুই মারা গিয়েছে।

দোকানে সামরিক স্টাইলের জ্যাকেট, বুট, প্যান্ট, ব্যাগ, ট্রাভেল গিয়ার ইত্যাদি মজুত থাকায়, প্রথমটায় সব্যসাচী প্রায় সংবেদনশূন্য, সে যেন নিশুতির চাঁদকে অবহেলা করবার ব্যক্তি; সমবেদনায় অশ্রুপাতে অপারগ। এবার বিড়ালের ঐ হরিৎবর্ণ চোখ কিভাবে, ধীরে ধীরে, অস্তমান সূর্যকে নকল করে এই গল্প সে বলেছিল। এবং এ সমস্ত কথায় সব্যসাচীর মাড়োয়ারি মালিক, বিকাশ আগরওয়াল, ওষ্ঠ বিকৃত করে, চুঁচুঁ শব্দ করে বলেছিল..."ইসি লিয়ে সালা হাম কুচ পালতা নেহি হ্যায়, উঃ মার যাতা হ্যায় তো বহুত দুঃখ হোতা হ্যায়...হামারা একঠো খরগোশ থা... উয়ো খো গেয়া না, তবসে হাম বোলা...জিন্দেগী মে কাভি ভি কুচ নেহি পালেগা।"

এই লোকটি যে উগ্র হিন্দুবাদী, মুসলমানরা বিফ খায় এই নিয়ে সে মর্মপীড়িত; "গাঁও কা মাঙ্গ খাকে বাঙ্গাল মে ঘুম সাকতা হ্যায়, দুসরা স্টেট্ মে ইয়ে সাব নেহি চলেগা..." এ ধরনের বাক্যে সে আপনাকে ধর্ম অন্তঃপ্রাণ বলে জাহির করে থাকে। সব্যসাচী তাকে জুতো খুলে বার ঠাকুরকে টাকা দিতে দেখেছে এবং ভেবেছে, যেই লোক জুতো খুলে মাথা নত করতে জানে সে কিভাবে...! পরক্ষনেই সে ভাবে, লোকটির জুতো খোলা ও নমস্কার করা দীর্ঘ সংস্কার বৈ কিছুই নয়।

জুতো ত্যাগের মধ্যেও অহংকার বিদ্যমান! 'আমি' 'স্বয়ং' জুতো ত্যাগ করে প্রণাম করেছি এই ভয়াবহ চেতনা বিদ্যমান কেননা, লোকটি বৃষ্টিতে ভিজতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেনা, অর্থাৎ তার ভেতরকার অবিনাশী বালক প্রায় বিনষ্ট! একদা তদীয় পুত্রের জন্মদিনে, সব্যসাচী কলিং বেল বাজিয়ে স্ত্রী কন্যা সহ দাঁড়িয়ে থাকে। তদানীন্তন তার কন্যা অপূর্ব সুন্দরী, গৌর বর্ণা, বাড়ন্ত্বার পসলা ঘাসের আঘ্রানে বিমোহিত হয়েছিল।

বাড়িটির সামনে বা তরফে লোহার রেলিংঘেরা ছোট্ট বাগান; সড়কে স্ট্রিটলাইটের রশ্মি সেদিন অতীব কোমল, ছায়াময়, কৌতূহলী! ঘেরার ভেতরে রকমারি গাছপালা, টব ও গাঢ় ঝোপের মধ্যে যুবতীদের স্তনে দমিত মাতৃত্ব সদৃশ গার্ডেন বোলার্ড লাইট – এই লাইট নিরীক্ষণের তৎক্ষণাৎ ড্রেনের ঢাকনার ওপর দণ্ডায়মান মিমি আকাশে, নীলচে অন্ধকারে, হলুদাভ চাঁদের দিকে চেয়েছিল, কেননা তার দৃঢ় ভ্রম হয় যে, সে ইতিপূর্বে এই বড়োলোক বাড়ির বাইরে ছোট্ট বাগানটিতে যে চাঁদ দর্শন করেছে। বিবিধ পত্রসকলের ফাঁকে গোলাকার আলোটি যা, সব্যসাচীর চোখেও সৌখিনতা অতিরিক্ত কিছু নয়, বালিকার কাছে তার জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতির ফলস্বরূপ প্রতীয়মান।

এখন সেই বালিকা খাঁচার কাছে হাঁটু মুড়ে প্রার্থনায় বিলীন। যদ্যপি সে একদিন স্কুলের দিদিমনির মতো সোনালী ময়ূরের ব্রোচ লাগিয়ে শাড়ি পড়বে ও একদিন তদীয় কবরী নিতম্বস্পর্শী হবে – এই ইচ্ছেগুলো, শৈশবকে সূর্যমুখী করে; এখন বালিকার উদাস চাহনি সব্যসাচী ও তার স্ত্রীর নিশ্বাস কন্টকিত করেছে।

যদিও, সে একথা এখনও ভাষায় প্রকাশ করেনি, যে যেই মুহূর্তে সে খাঁচাটির দিকে উলঙ্গপ্রায় দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, তন্মুহূর্তে তার হৃৎস্পন্দনে ডিম ফাটার কুশ্রী শব্দ হয়। তৎসত্বে তার গর্ভধারিণী মা মেয়ের জন্য মুমূর্ষপ্রাণ এবং স্বামীকে বলে, আসার সময় একটা টিয়া কিনে আনলে হয় না? মেয়েটা যেন আমার হাসতেই ভুলে গেছে...পাখিটির ওপর মায়া পড়ে গেছিল...মনটা তো আমারও ভালো লাগে না; এ কথায় সব্যসাচী তার নতজানু কন্যাকে লক্ষ্য করে, কন্যা যেন নিঃসম্বল!

কন্যার এইরূপ অভিব্যক্তি নিরিখে সব্যসাচী নিঃশব্দ চরণে বারান্দায় গিয়েছিল এবং নতজানু মিমির চিকন সিঁথি স্পর্শ করা মাত্র, বাকহীনতার ভয়ে, ব্যগ্র কণ্ঠে বলেছিল, আসার সময় তোমার জন্য পাখি কিনে নিয়ে আসবো কেমন...এ কথায় শাঁখাপলার সূক্ষ্মতা সম্পন্ন ঐ সিঁথি পর্যন্ত শিহরিত হয়! সে যেন পলকেই বাকরুদ্ধ হল, জন্মগত মূক, নয়তো সে নিশ্চয়ই বলতো; "বাবা তোমার না দয়ার শরীর! পাখিটা না ঠাকুর!"

ঈশ্বরসৃষ্টির বীজস্বরূপ কন্যার চোখের কোণে অশ্রু আন্দোলিত, অন্যমনা – দেখা মাত্র সব্যসাচীর নরকপালবৎ স্তবদ্ধতা দৃশ্যমান; যার মতে অহল্যার শাপমুক্তির কারণ রামের ঈশ্বরত্ব নয় মনুষ্যত্ব। শ্রী রাম বিষ্ণুর অবতার বলে নয়, রামচন্দ্রের শ্রীচরণ স্পর্শে অহল্যার মুক্তি হয়েছিল। কারণ, রাজ্যাভিষেকের দিন পিতৃআজ্ঞা পালনের হেতু রঘুবীর রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন।

সে আরও বলে, তুলসী দাসের রাম তো আরও আশ্চর্য, প্রকৃতই উত্তম পুরুষ, সীতার পাতাল গমনে হাউমাউ করে কেঁদেছিলেন; এবং রামত্ব, পঙ্কে পদ্ম, বিশ্বসংসার কাঠবিড়ালী, এবম্ভূত প্রাচীন আধুনিকতায় সে বিশ্বাসী। নিজের কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে হয় তার। তার মনে পড়ে কিছুকাল আগে সাইকেলে করে বাড়ি ফেরবার সময় ডেনড্রাইট হাতে কতিপয় কিশোর, কাঁধে বস্তা, কালবাটের ধারে শুভ্র বস্ত্রপরিহিতা, বীণাধৃতা সরস্বতীর চূর্ণ নাসিকা মূর্তির কাছে কিরূপ বিকৃত হয়! এবং তাদের বিশ্রী, বেলেল্লা হাত কিভাবে পদ্মে আসীন দেবীমূর্তির মুক্তাহার শোভিত কুচ মর্দন করে! এরা যেন কেউ আর শিশু নেই! দেবীর কুচমর্দন করলেও সে দেবী অম্লান; কিন্তু এরা! যাদের শৈশবের মরণ হয়েছে, তারা প্রতারিত। বাড়ি ফিরে সে বারবার স্ত্রী ও বালিকার দিকে চেয়েছে, যতবার চেয়েছে বুকটা তার হুহু করে উঠেছে।

সে জানত তার সন্তানের শৈশব আছে। মহাকাশ অবিনাশী, জন্ম-মৃত্যু বিরোহিত অথচ শৈশবহীন; মেয়ের দিকে অসমাপ্ত দৃষ্টি রেখে ভেবেছে শৈশবহীনতা কি মারাত্মক অভিশাপ! মনুষ্যজাতি নশ্বর কিন্তু আমাদের শৈশব আছে, এই আমাদের গর্বের জায়গা।

অচিরাৎ বালিকার চোখে, সূক্ষ্ম অশ্রুরেখা সব্যসাচীর গর্ব হরণ করেছিল। সহসা তার মনে হল, তার ওই ছোট্ট মেয়েটা, এই তো কদিন আগে যেন মায়ের দুধ খাওয়া ছেড়েছে – সে যেন শৈশবহীনা হল! মহাকাশ হল। বালিকা মিমির চোখে অশ্রু সত্বেও সে কাঁদেনি, সাবেকি কান্নার নিদর্শনে তার ডাগর চোখ তখন বয়সী দেখায়। শৈশবের কান্নায় যে দমক, ওষ্ঠ ফুঁপিয়ে কাদার মধ্যে যে প্রাণচ্ছলতা তা তখন অবর্তমান। অধুনা সব্যসাচী নতজানু বালিকার কাছে এক প্রকার অমানবিক প্রতিষেধ হল যেন, এই চিন্তায় তদীয় ওষ্ঠকোণ অশ্রুস্পর্শে স্বচকিত। দয়া জঘন্য পাপ, আমি দয়া করেই ওকে ভালোবেসেছি, দয়ার প্রেম অহংপ্রসূত এবং আমি কখনই পাখিটিকে সত্য জেনে সে স্পর্শ করতে পারেনি – সব্যসাচী নিথর। কিয়ৎ শ্বাস ত্যাগের পর, কন্যার সিঁথিতে আপনকার স্পর্শের বৈগুণ্য উপলব্ধি করায় সে পুনরায় বালিকা মিমির মাথায় বিনয়ী হাত রেখেছিল। তার বিশ্বাস এবার এ স্পর্শ সত্যই রামিক হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96